

(২) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের আবেদনের ভিত্তিতে, যৌক্তিক কারণে, চুক্তিতে উল্লিখিত কোনো মুখ্য পেশাদার ব্যক্তি (Key expert) ও অন্যান্য পেশাদার ব্যক্তি (Non-key expert) প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে যথাক্রমে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান ও ক্রয়কারীর পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তবৃপ্ত প্রতিস্থাপন কেবল সমতুল্য বা অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী দ্বারাই করিতে হইবে।

(৩) যদি ক্ষতিপূরণের কোনো ঘটনা ঘটে বা ভেরিয়েশন অর্ডার জারি করা হয়, যাহার দ্রুন পরামর্শক কর্তৃক অতিরিক্ত ব্যয়নির্বাহ ব্যতিরেকে প্রত্যাশিত সেবা সমাপ্তির তারিখের মধ্যে সেবাসমাপ্ত করা সম্ভব না হয়, সেইক্ষেত্রে ক্রয়কারী তফসিল-২-এ বর্ণিত শতকরা হারের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত সেবা সমাপ্তির তারিখ সম্প্রসারিত করিবে।

(৪) প্রত্যাশিত সেবাসমাপ্তির তারিখ সম্প্রসারণ করা হইবে কি-না এবং হইলে কতদিন হইবে, ক্রয়কারী সেই বিষয়ে তফসিল-২-এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৫) পরামর্শক সেবাসম্পাদন চুক্তির সাধারণ ব্যাপ্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সাপেক্ষে কার্যপরিধিতে কোনো পরিবর্তন আনয়নের প্রয়োজন হইলে চুক্তিতে নিয়োজিত জনবলের কর্মসময় পরিবর্তন বা চুক্তিভুক্ত আইটেমের বিনির্দেশ পরিবর্তন বা পরিমাণগত হাস-বৃক্ষ বা চুক্তি বহির্ভূত আইটেমের সংযোজনের কারণে ভেরিয়েশনের উক্তব ঘটিলে বিধি ৫২, ৫৩ ও ৫৪ মোতাবেক নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

৫৮। ভৌতসেবা সংক্রান্ত চুক্তিব্যবস্থাপনা।—(১) ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে সময়, ব্যয় ও মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে চুক্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় সূচনা হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে—

- (ক) ভৌতসেবার মান ও পরিমাণ পরীক্ষণ ও উহার পদ্ধতি;
- (খ) কর্মপরিকল্পনা এবং নির্ধারিত সেবার জন্য সময়ানুবর্তিতা;
- (গ) সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট;
- (ঘ) চুক্তির সংস্থান মোতাবেক সেবাপ্রদানকারীকে সহায়তা প্রদান;
- (ঙ) সেবার মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি;
- (চ) ভৌতসেবার ব্যাপ্তির কোনোরূপ পরিবর্তন যথাযথ কি-না তাহা নির্ধারণ;
- (ছ) বিলশ, অতিরিক্ত সেবা ও চুক্তি বৰ্ধিতকরণের প্রয়োজন পরিবীক্ষণ;
- (জ) ক্ষতিপূরণ (Indemnification) সংক্রান্ত বিষয়াদি; এবং
- (ঝ) চুক্তির সাধারণ শর্তাবলি, চুক্তির বিশেষ শর্তাবলিতে বর্ণিত অন্যান্য শর্ত।

(২) চুক্তিতে অগ্রিম প্রদানের কোনো বিধান থাকিলে, ক্রয়কারীর নিকট গ্রহণযোগ্য ছকে ও গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিল সাপেক্ষে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, চুক্তিতে নির্ধারিত পরিমাণে এবং নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ক্রয়কারী সেবাপ্রদানকারীর অনুকূলে অগ্রিম অর্থপ্রদান করিতে পারিবে।

(৩) সেবাপ্রদানকারী উক্ত অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ শুধু চুক্তিসম্পাদনের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি, যন্ত্রপাতি, দ্রব্যাদি এবং আয়োজনের ব্যয় (Mobilisation) বাবদ ব্যবহার করিতে পারিবে, এবং প্রদত্ত অগ্রিম যেরূপে ব্যয় হইয়াছে তাহা ক্রয়কারীর নিকট সংশ্লিষ্ট দলিলাদি দাখিলের মাধ্যমে প্রমাণ করিবে।

(৪) প্রকৃত সেবাসম্পাদনের শতকরা হারের ভিত্তিতে সেবাপ্রদানকারীর পাওনা হইতে আনুপাতিক হারে কর্তন করত প্রদত্ত অগ্রিম আদায় করিতে হইবে।

(৫) প্রদত্ত অগ্রিম পূর্ণ সমন্বয় না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংক গ্যারান্টি বলবৎ থাকিবে, তবে প্রদানকারী কর্তৃক অগ্রিম সমন্বয়ের অনুপাতে উক্ত ব্যাংক গ্যারান্টির পরিমাণ হাস পাইতে থাকিবে এবং প্রদত্ত অগ্রিমের উপর কোনো সুদ আরোপিত হইবে না।

(৬) যদি ক্ষতিপূরণের কোনো ঘটনা ঘটে বা ভেরিয়েশন অর্ডার জারি করা হয়, যাহার দ্রুত সেবাপ্রদানকারী কর্তৃক অতিরিক্ত ব্যয়নির্বাহ ব্যতিরেকে প্রত্যাশিত সেবা সমাপ্তির তারিখের মধ্যে সেবাসমাপ্ত করা সম্ভব না হয়, সেইক্ষেত্রে ক্রয়কারী তফসিল-২-এ বর্ণিত শতকরা হারের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত সেবাসমাপ্তির তারিখ সম্প্রসারিত করিবে।

(৭) প্রত্যাশিত সেবাসমাপ্তির তারিখ সম্প্রসারণ করা হইবে কি-না এবং হইলে কতদিন হইবে ক্রয়কারী সেই বিষয়ে তফসিল-২-এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৮) ভৌতসেবা সম্পাদন চুক্তির সাধারণ ব্যাপ্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সাপেক্ষে চুক্তিভুক্ত আইটেমের বিনির্দেশ পরিবর্তন বা পরিমাণগত হাস-বৃক্ষ বা চুক্তিবহির্ভূত আইটেমের সংযোজনের কারণে ভেরিয়েশনের উক্তব ঘটিলে বিধি ৫২, ৫৩ ও ৫৪ মোতাবেক নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

৯। চুক্তি বাতিল ও বিরোধ নিষ্পত্তি।—(১) কোনো পক্ষ কর্তৃক চুক্তির মৌলিক কোনো শর্ত লঙ্ঘিত হইলে, উক্ত লঙ্ঘনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অপরপক্ষ, ক্রয়কারী বা ইকনোমিক অপারেটর, চুক্তির সাধারণ শর্তাবলি অনুসারে চুক্তি বাতিল করিতে পারিবে।

(২) উপবিধি (১)-এ উল্লিখিত ক্ষেত্র ছাড়াও নিম্নবর্ণিত কারণে চুক্তিতে আবদ্ধ যে-কোনো পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা হইবার উপক্রম হইলে চুক্তি বাতিল করিতে পারিবে:—

(ক) দৈব দুর্ঘটনার (Force Majeure) কারণে; এবং

(খ) আর্থিক অস্বচ্ছতা (Insolvency) বা আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইবার কারণে।

(৩) জনস্বার্থে উপযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইলে ক্রয়কারী চুক্তির সাধারণ শর্তাবলি অনুসারে কোনো ক্রয়চুক্তি বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) ইকনোমিক অপারেটর ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হইলে, মৃত্যু বা অন্য কোনো কারণে উক্ত ব্যক্তির আইনগত অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইলে, ক্রয়কারী উক্ত চুক্তি বাতিল করিবে;

(৫) যে-কোনো পক্ষ হইতেই চুক্তি বাতিল করা হউক না কেনো, বাতিল অবহিতকরণের পত্রে চুক্তি বাতিলের কারণ উল্লেখ করিতে হইবে।

(৬) ক্রয়কারী কর্তৃক চুক্তির সাধারণ ও বিশেষ শর্তাবলির আওতায় চুক্তি বাতিলের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের নিকট হইতে অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৭) ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের নিকট চুক্তি বাতিলের প্রস্তাব গৃহীত হইলে তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে বা তফসিল-২-এ বর্ণিত সময়সীমা অনুসরণে বিধি ১৭ মোতাবেক গঠিত চুক্তি বাতিল প্রস্তাব পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৮) কোনো চুক্তির অবসান হইলে, উক্ত চুক্তি বাস্তবে এবং আর্থিকভাবে সমাপ্তকরণের জন্য পরবর্তী কার্যালয়সমূহ চুক্তির শর্তাদিতে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৯) চুক্তি বাস্তবায়ন হইতে উক্তুত বিরোধ বা অন্যবিধি দাবিসমূহ চুক্তির সংস্থান অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে আপস-মীমাংসা এবং সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(১০) উপবিধি (৯)-এর অধীন আপস-মীমাংসা এবং সালিশের রূপরেখা এবং পদ্ধতি বিপিপিএ, সাধারণ বা ক্ষেত্রমতো, বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

অংশ-৭

ক্রয়সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ

৬০। ক্রয়সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণের মেয়াদ, ইত্যাদি—(১) ক্রয়কারী, আইনের ধারা ৬৭ এর অধীন বিপিপিএ-কে ক্রয়সংক্রান্ত বিষয়াদির পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন এবং অর্থবহ ক্রয় প্রক্রিয়া-উন্নত পুনরীক্ষণ এবং হিসাব নিরীক্ষণ কাজ সম্পাদনে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে তফসিল-২-এ বর্ণিত সময়ের জন্য সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডের রেকর্ড ও দলিলপত্র সংরক্ষণ করিবে।

(২) ক্রয় পরিকল্পনা গ্রহণের শুরু হইতে চুক্তিবদ্ধ দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পালিত হওয়া পর্যন্ত সময়ের ক্রয়কার্য সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৩) ক্রয়কার্য-সংক্রান্ত রেকর্ডে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র ও তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে—

- (ক) পণ্য, কার্য, ভৌতসেবা বা বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অগ্রে বিবেচ্য ক্রয় পদ্ধতি ব্যৱৃত্তি অন্য ক্রয় পদ্ধতি ব্যবহারের ঘোষিকতা;
- (খ) আবেদনপত্র, দরপত্র, প্রস্তাব, কোটেশন বা অন্য কোনো অনুরোধ-সংবলিত আহ্বানপত্রের কপিসহ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কপি;
- (গ) সংশ্লিষ্ট চুক্তির মূল প্রারম্ভিক ব্যয়ের কপি;
- (ঘ) দরপত্র, প্রস্তাব বা কোটেশন দাখিলকারী দরপত্রদাতা বা আবেদকারীগণের নাম ও ঠিকানা এবং চুক্তিমূল্যসহ চুক্তি সম্পাদনকারী দরপত্রদাতা বা প্রারম্ভকের নাম ও ঠিকানা;
- (ঙ) প্রাকযোগ্যতা, দরপত্র, প্রস্তাব বা অন্য কোনো অনুরোধ-সংবলিত আহ্বানপত্রের (Solicitation documents) কপি;

- (চ) দরপত্র বা প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ শিট;
- (ছ) দরপত্রদাতা বা আবেদনকারীগণের সহিত সকল পত্র যোগাযোগের কপি;
- (জ) মূল্যায়নের জন্য পূর্ব ঘোষিত নির্ণয়কসমূহ ও উহার প্রয়োগ, মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং গৃহীত দরপত্র, কোটেশন বা প্রস্তাবসমূহের তুলনামূলক বিবরণীর কপি;
- (ঝ) মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও চুক্তি দলিল অনুমোদন সম্পর্কিত কাগজপত্র;
- (ঝঃ) কোনো ক্রয় কার্যক্রম শুরু করিবার পর উক্ত কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিলের কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়া থাকিলে তৎসম্পর্কিত তথ্য;
- (ট) ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত অভিযোগ ও আপিলের কাগজপত্র;
- (ঠ) পণ্য সরবরাহ ও গ্রহণের প্রতিবেদন, কার্যসমাপ্তির প্রতিবেদন ও কার্যের পরিমাপ বই (Measurement book) এবং সেবা প্রদান সম্পন্ন হইবার প্রতিবেদন;
- (ড) চুক্তিতে আনীত সংশোধনীসমূহ এবং চুক্তিমূল্য, সরবরাহ বা কার্যসমাপ্তির সময়সূচি সংক্রান্ত চুক্তির শর্তাদি প্রভাবিত করে এইরূপ কোনো অতিরিক্ত কাজ বা ভেরিয়েশন অর্ডার এর কপিসমূহ; এবং
- (ঢ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় বাবদ মূল্যপরিশোধ সংক্রান্ত বিল ও ইনভয়েসসহ সকল রেকর্ডপত্র।

(৪) এই বিধি মোতাবেক ক্রয়সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রসমূহ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে, ক্রয়কারী, ক্ষেত্রমতো তফসিল-১১-এর অংশ-ক এবং অংশ-খ-এর নির্দেশনা ও চেকলিস্ট অনুসরণ করিতে হইবে।

৬১। ক্রয়সংক্রান্ত কার্যক্রমের রেকর্ডপত্র প্রাপ্তিসাধ্যকরণ।—(১) চুক্তিস্বাক্ষর বা চুক্তিস্বাক্ষরের পূর্বে ক্রয়কার্যক্রম বাতিলের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কোনো ক্রয় কার্যক্রম সমাপ্ত হইলে, উক্ত কার্যক্রমের রেকর্ডপত্র সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির প্রাপ্তিসাধ্য করিতে হইবে।

(২) উপবিধি (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো উপযুক্ত আদালতের আদেশ ব্যতীত ক্রয়কারী নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোনো তথ্য প্রকাশ করিবে না, যদি উহা—

- (ক) বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের পরিপন্থি হয়; বা
- (খ) আইন প্রয়োগকে বাধাগ্রস্ত করে; বা
- (গ) জনস্বার্থের পরিপন্থি হয়; বা
- (ঘ) ক্রয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী পক্ষসমূহের আইনসংগত ব্যবসায়িক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে; বা
- (ঙ) অবাধ প্রতিযোগিতাকে বাধাগ্রস্ত করে; বা
- (চ) প্রাপ্ত দরপত্র, কোটেশন বা প্রস্তাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত সারসংক্ষেপ ব্যতীত, উক্ত দরপত্র, কোটেশন বা প্রস্তাব পরীক্ষা ও মূল্যায়ন এবং উহার বিষয়বস্তু সংক্রান্ত হয়।

অংশ-৮

ক্রয় প্রক্রিয়া-উত্তর পুনরীক্ষণ

৬২। ক্রয় প্রক্রিয়া-উত্তর পুনরীক্ষণ।—(১) নিরপেক্ষ পরামর্শক কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ক্রয়কার্যের রেকর্ড পুনরীক্ষণ করিতে হইবে এবং উহার ফলাফল বিপিপিএ-কে অবহিত করিতে হইবে, যাহাতে বিপিপিএ উহার পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের প্রতিপালন, চুক্তি ব্যবস্থাপনা, বিলম্ব ও উত্ত বিষয়ে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসাবে করণীয় সম্পর্কে উহার সুপারিশ সরকার ও সর্বসাধারণকে অবহিত করিতে পারে।

(২) পরামর্শক নির্মাণিত বিষয়গুলি নিশ্চিত করিবে—

(ক) আইন ও এই বিধিমালার বিধান অনুসরণক্রমে ক্রয়কারী কর্তৃক ক্রয় কর্মকাণ্ড

পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হইয়াছে কি-না; এবং

(খ) আইন ও এই বিধিমালার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে, অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার হইয়াছে কি-না।

৬৩। নিরপেক্ষ পরামর্শক কর্তৃক ক্রয় প্রক্রিয়া-উত্তর পুনরীক্ষণ।—(১) কোনো ক্রয়কারী কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট অর্থবৎসরে তফসিল-২-এ উল্লিখিত পরিমাণের ক্রয়সম্পাদনের লক্ষ্যে চুক্তিসম্পাদন করা হইয়া থাকিলে সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান নিরপেক্ষ পরামর্শক দ্বারা উহার নিয়ন্ত্রণাধীন ক্রয়কারী কর্তৃক সম্পাদিত ক্রয়কার্যের (চুক্তি সম্পাদনকৃত অথবা উক্ত অর্থবৎসরে ক্রয় সম্পন্ন করা হইয়াছে এইরূপ) ক্রয় প্রক্রিয়া-উত্তর পুনরীক্ষণ সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করিবে।

(২) বিধি ১২৪ ও ১২৫-এর বিধান অনুসরণক্রমে যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন নিরপেক্ষ পরামর্শক নিয়োগ করিতে হইবে।

(৩) কোনো অর্থবৎসরে সম্পাদিত চুক্তির মোট সংখ্যা ও মূল্যের ন্যূনতম এমন একটি সমানুপাতিক অংশ পুনরীক্ষণের আওতায় আনিতে হইবে, যাহাতে কমপক্ষে তফসিল-২-এ উল্লিখিত ন্যূনতম সংখ্যা ও মূল্যের চুক্তি পুনরীক্ষণের আওতায় আসে।

(৪) পরামর্শক তাহার সহিত সম্পাদিত নিয়োগ চুক্তিতে বর্ণিত কর্মের পরিধি ও সীমার আওতায় স্বাধীনভাবে পুনরীক্ষণের জন্য যে-কোনো ক্রয়চুক্তি বাছাই করিতে পারিবে।

(৫) ক্রয়কারী নিরপেক্ষ পরামর্শক নির্বাচন এবং ক্রয় প্রক্রিয়া-উত্তর পুনরীক্ষণ কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে, বিপিপিএ কর্তৃক জারীকৃত ক্রয় প্রক্রিয়া-উত্তর পুনরীক্ষণ কার্যপ্রণালী অনুসরণ করিবে।

(৬) ক্রয়কারী এই মর্মে নিশ্চয়তা বিধান করিবে যে, তফসিল-২-এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে যেন পুনরীক্ষণ সম্পন্ন করিয়া ক্রয়কারী এবং বিপিপিএ-এর নিকট প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

(৭) আইন ও এই বিধিমালার অধীন পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালনকল্পে, বিপিপিএ নিজস্ব লোকবল দ্বারা, যদি থাকে, বা নিরপেক্ষ পরামর্শক নিযুক্তির মাধ্যমে কোনো ক্রয়কারীর ক্রয় কর্মকাণ্ডের নমুনাভিত্তিক পুনরীক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(৮) ক্রয় প্রক্রিয়া-উত্তর পুনরীক্ষণ কাজসম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ের সংস্থান ক্রয়কারী এবং বিপিপিএ-এর বাজেটে রাখিতে হইবে।

(৯) বিপিপিএ ক্রয় প্রক্রিয়া-উত্তর পুনরীক্ষণের ফলাফল এবং সুপারিশ উহার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে।

অংশ-০৯

ব্যক্তির যোগ্যতা

৬৪। বৈষম্যহীনতাসংক্রান্ত অনুসরণীয় বিধান।—(১) সরকার কর্তৃক জারীকৃত কোনো স্থায়ী আদেশ বা স্বাক্ষরিত চুক্তিতে নিম্নবর্ণিত কোনো ক্ষেত্রে ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণ সীমিত বা নিষিদ্ধ করা হইলে, সেইক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতার নীতি প্রযোজ্য হইবে না, যথা—

- (ক) কোনো দ্বি-পার্শ্বিক চুক্তির অধীন সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক প্রদত্ত তহবিলের অর্থ দ্বারা সম্পাদিতব্য ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণের বিষয়টি শুধু বাংলাদেশ বা তহবিল প্রদানকারী রাষ্ট্রের দরপত্রদাতা বা আবেদনকারীগণের মধ্যে সীমিত করা হইলে; বা
- (খ) কোনো বহুপার্শ্বিক উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত তহবিলের অর্থ দ্বারা সম্পাদিতব্য ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণের যোগ্যতা শুধু সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত দরপত্র দাতা বা আবেদনকারীগণের মধ্যে সীমিত করা হইলে; বা
- (গ) ইতৎপূর্বে কোনো চুক্তির অধীন ত্রুটিপূর্ণ কার্যসম্পাদনের কারণে কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত রাখা বা নিষিদ্ধ করা হইলে; বা
- (ঘ) দুর্নীতি, প্রতারণা, চক্রান্ত, জবরদস্তি বা প্রতিবন্ধকতামূলক কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকিবার কারণে কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত রাখা বা নিষিদ্ধ করা হইলে; এবং
- (ঙ) সরকার কর্তৃক কোনো দেশের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক না রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে, সেই দেশের উৎপাদিত পণ্য বা দরপত্রদাতাগণের ক্ষেত্রে।

(২) ক্রয়কারী কর্তৃক সাধারণভাবে বা সুনির্দিষ্টভাবে কোনো দরপত্র বা প্রস্তাবে অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত রাখা হইয়াছে এইরূপ ইকনোমিক অপারেটর সংক্রান্ত তথ্য বিরত রাখার কারণ সংক্ষেপে উল্লেখপূর্বক উহার নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে এবং উক্ত তথ্যাদি যুগপৎ বিপিপিএ-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করিবে।

৬৫। ব্যক্তির যোগ্যতা।—(১) ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই মর্মে প্রামাণিক তথ্য উপস্থাপন করিতে হইবে যে,

- (ক) তাহারা আইন ও এই বিধিমালায় উল্লিখিত পেশাগত ও নৈতিকতার মানদণ্ড মানিয়া চলিতে সক্ষম; এবং
- (খ) তাহারা যে চুক্তিসম্পাদনের উদ্দেশ্যে দরপত্র বা সেবা প্রদানের প্রস্তাব দাখিল করিয়াছে উহা বাস্তবায়ন করিতে সক্ষম।

(২) ক্রয়ের ধরন ও আকারের ভিত্তিতে ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি কর্তৃক অবশ্য পূরণীয় যোগ্যতার শর্ত দরপত্র দলিলে বিশদভাবে উল্লেখ করিতে হইবে এবং উহাতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা—

- (ক) আইনগত সক্ষমতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিশ্চয়তা প্রদান করিবে যে, প্রস্তাবিত ক্রয়কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত কোনো ক্রয়কারীর সহিত তাহার চুক্তিসম্পাদনের আইনগত অধিকার রহিয়াছে;

- (খ) ব্যবসা পরিচালনা করার নিমিত্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুমতি;
- (গ) করপরিশোধ সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের বিষয়ে উক্ত ব্যক্তি নিশ্চয়তা প্রদান করিবে যে, তাহারা প্রচলিত আইনের অধীন করপরিশোধের শর্তাদি পূরণ করিয়াছে;
- (ঘ) নেতৃত্বিক বিধি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে, উক্ত ব্যক্তি নিশ্চয়তা প্রদান করিবে যে, আইনের ধারা ৬৪ এবং এই বিধিমালার অধীন কোনো ক্রয়কারী কর্তৃক তাহাদের কোনো ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণ করা হইতে অযোগ্য ঘোষণা (Debarred) করা হয় নাই বা স্থগিতাদেশ (Suspension) প্রদান করা হয় নাই অথবা কোনো আদালত কর্তৃক তাহাদেরকে প্রতারণা, দুর্নীতি, ষড়যন্ত্র, জবরদস্তি বা প্রতিবক্তামূলক কার্যকলাপের জন্য দণ্ডপ্রদান করা হয় নাই অথবা বাংলাদেশে কার্যক্রম চলমান রহিয়াছে এমন কোনো উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক তাহাদের ক্রয়সংশ্লিষ্ট কোনো কারণে ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর নাই;
- (ঙ) উপদফা (ঘ)-এর অধীন বারিতকরণ, তাহাদের স্বনামে, বেনামে বা ভিন্ন কোনো নামে প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রেও, যদি থাকে, প্রযোজ্য হইবে;
- (চ) আইনের ধারা ২১(১) মোতাবেক কৃতকার্য দরপত্রদাতা বা পরামর্শকের মালিকানা বিষয়ক তথ্যাদি (Beneficial ownership) প্রকাশের বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের লক্ষ্যে ক্রমপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সকল ব্যক্তি উক্ত তথ্যাদি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদি দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের সময় প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে;
- (ছ) পেশাগত ও কারিগরি সক্ষমতার ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রমতো, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই মর্মে প্রামাণিক তথ্যপ্রদান করিবে যে, তাহার—
- (অ) প্রস্তাবিত কার্যসম্পাদন, পণ্যসরবরাহ বা সেবাপ্রদানের জন্য পেশাগত ও কারিগরি যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা রহিয়াছে;
 - (আ) যথোপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য ভৌত সুবিধা থাকাসহ প্রয়োজনে, কোনো চুক্তির অধীন উক্ত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য ভৌত সুবিধাদি ভাড়া বা লিজের মাধ্যমে সংগ্রহের সামর্থ্য রহিয়াছে;
 - (ই) সম্ভোষজনকভাবে উৎপাদন বা তৈরির সামর্থ্য রহিয়াছে;
 - (ঈ) বিক্রয় পরিবর্তী সেবা প্রদানের সুবিধাদি রহিয়াছে;
 - (উ) ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা রহিয়াছে;
 - (ঊ) কার্যসম্পাদন, পণ্যসরবরাহ বা সেবাপ্রদান সংক্রান্ত অনুরূপ কাজে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বা ক্রয়কারী কর্তৃক নির্ধারিত, পূর্ব অভিজ্ঞতা রহিয়াছে;
 - (ঋ) কোনোরূপ সমস্যা সৃষ্টি ব্যতিরেকে সতর্কতা ও কঠোর শ্রমের মাধ্যমে কোনো ক্রয় চুক্তির অধীন কার্যসম্পাদনের সুনাম রহিয়াছে; এবং
 - (এ) চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সংখ্যা ও দক্ষতার বিচারে উপযুক্ত লোকবল রহিয়াছে; এবং

- (জ) আর্থিক সামর্থ্য ও অবস্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সন্তোষজনক আর্থিক সামর্থ্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি (যথা—প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যালান্স শিট, বাংসরিক টার্ন ওভার, টেক্সার ক্যাপাসিটি ও নগদ অর্থ সংক্রান্ত তথ্যাদি, ইত্যাদি) প্রদান করিবে এবং এই মর্মে নিচ্ছয়তা প্রদান করিবে যে—
- (অ) তিনি অসচল নন অর্থাৎ প্রস্তাবিত ক্রয়কার্য সম্পাদনের জন্য তাহার প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ্য আছে;
- (আ) সংকটজনক আর্থিক অবস্থার কারণে পাওনাদারদের অনুরোধে তাদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিচালনার জন্য আদালত কর্তৃক কোনো রিসিভার বা স্বাধীন নিরীক্ষক নিয়োগ করা হয় নাই;
- (ই) তাদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয় নাই বা দেউলিয়া ঘোষণার জন্য কোনো প্রক্রিয়া চালু নাই, অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা এইরূপ নহে যে, তাহার সম্পদ অপেক্ষা দায় বেশি এবং তাহার ব্যবসায়িক কার্যপরিচালনায় সক্ষম নহেন;
- (ঈ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আর্থিক কারণে তাহাদের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে বিরত করা হয় নাই; এবং
- (উ) উপদফা (অ), (আ), (ই) এবং (ঈ)-তে বর্ণিত কোনো কারণে বা অন্য কোনো কারণে তাহার বিরুদ্ধে কোনো মামলা বিচারাধীন নাই।

(৩) উপবিধি (২)-এ বর্ণিত যোগ্যতার সাধারণ মানদণ্ড এবং কোনো নির্দিষ্ট ক্রয়ের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনাক্রমে ক্রয়কারী প্রাকযোগ্যতা, দরপত্র বা প্রস্তাব দলিলে কোনো ব্যক্তির আবশ্যিকীয় যোগ্যতা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিবে।

(৪) লটভিত্তিক দরপত্রের ক্ষেত্রে, দরপত্রদাতাগণ কর্তৃক এক বা একাধিক লটের জন্য দরপত্র দাখিল করা হইলে, যেই লট বা লটসমূহের জন্য দরপত্র দাখিল করা হইবে, ক্রয়কারী শুধু সেই লট বা লটসমূহের জন্য দরপত্রদাতাগণের কারিগরি ও আর্থিক যোগ্যতা প্রমাণের শর্তাবলোগ করিতে পারিবে।

(৫) কোনো সম্ভাব্য (potential) ব্যক্তি এই বিধিতে বর্ণিত যোগ্যতার শর্তপূরণ করে কি-না তাহা যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে, ক্রয়কারী উক্ত ব্যক্তিকে যোগ্যতার শর্তাদি পূরণের সমর্থনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার নিকট হইতে দলিলপত্র ও অন্য কোনো তথ্য দাখিলের নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৬) এই বিধিতে যাহা কিছু থাকুক না কেন, সীমিত দরপত্র পক্ষতির আওতায় তফসিল-২-এ বর্ণিত মূল্যমানের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তির যোগ্যতা নির্ধারণে অতীতে সম্পাদিত ক্রয়কার্যের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হইবে না।

৬৬। ব্যক্তির যোগ্যতার সমর্থনে আবশ্যিকীয় দলিলপত্র।—ক্রয়কারী, দরপত্রদাতা বা আবেদনকারীকে নিম্নবর্ণিত দলিলপত্র দাখিলের জন্য অনুরোধ জানাইতে পারিবে—

- (ক) ব্যবসায়িক সক্ষমতার ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদ, যেমন: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ট্রেড লাইসেন্স, ইত্যাদি;

- (খ) কর পরিশোধ করিবার বিষয়টি প্রমাণের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী উক্ত বিষয়ে বাংলাদেশের কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সনদপত্র এবং দরপত্রদাতা বিদেশি নাগরিক হইলে তিনি যে দেশের নাগরিক সেই দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সনদপত্র এবং উক্ত সনদপত্রে ন্যূনতম নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকিতে হইবে—
- (অ) কর নিবন্ধন নম্বর বা করদাতার পরিচিতি নম্বর (Tax payer's identification number);
 - (আ) মূল্যসংযোজন কর নিবন্ধন নম্বর;
- (গ) ক্রয়কারীর সহিত চুক্তিসম্পাদনের বিষয়ে কোনো আদালত কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা উহার কোনো কর্মচারীর উপর কোনো বাধা নিষেধ আরোপ করা হয় নাই মর্মে উহার আইনগত সক্ষমতার সমর্থনে এফিডেভিট দাখিল করিতে হইবে;
- (ঘ) পেশাগত ও কারিগরি সক্ষমতার ক্ষেত্রে—
- (অ) বাংলাদেশ, বা দরপত্রদাতা বা আবেদনকারী যে দেশের নাগরিক সেই দেশের সংশ্লিষ্ট পেশাগত বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধিত হইবার কাগজপত্র, অথবা যোগ্যতার সমর্থনে শপথপূর্বক ঘোষণাপত্র, বা দরপত্র বা আবেদনকারীর মূল দেশের বা বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের শর্ত মোতাবেক কোনো পেশাগত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র;
 - (আ) ব্যক্তির কারিগরি সুযোগ-সুবিধা, বিদ্যমান যন্ত্রপাতি, মান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা (যেমন—আইএসও সনদপত্র) এবং ডিজাইন, গবেষণা ও উন্নয়ন সুবিধাদির বিবরণ;
 - (ই) কোনো নির্দিষ্ট সময়ে পৃথক পৃথক ক্রয় প্রক্রিয়ায় পণ্যের গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহের বিবরণ এবং তৎসহ উহাতে জড়িত অর্থের পরিমাণ, সরবরাহের তারিখ এবং সরকারি বা বেসরকারি নির্বিশেষে সরবরাহ গ্রহীতার তথ্য সংবলিত তালিকা;
 - (ঈ) ক্রয়কারী, প্রয়োজনে, যোগাযোগ করিতে পারে এইরূপ ক্রয়কারীগণের তালিকা;
 - (উ) সরবরাহের জন্য নির্ধারিত পণ্যের নমুনা, বিবরণ ও ছবি এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের বিশুল্কতার সমর্থনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সনদপত্র; এবং
 - (উ) ব্যক্তি কর্তৃক নিযুক্ত কারিগরি ও প্রশাসনিক জনবলের সংখ্যাসংবলিত বিবরণ; এবং
- (ঙ) আর্থিক সামর্থ্যের ক্ষেত্রে—
- (অ) ব্যক্তির আর্থিক সামর্থ্য সম্পর্কিত যথোচিত ব্যাংক প্রতিবেদন;
 - (আ) ব্যক্তি যে দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই দেশের কোম্পানি আইনের বিধান অনুসারে ব্যালেন্স শিট প্রকাশ আবশ্যক হওয়া সাপেক্ষে উক্ত ব্যক্তির ব্যালেন্সশিট বা উহার প্রয়োজনীয় উকৃতাংশ;

- (ই) ব্যক্তির বার্ষিক লেনদেন (Turnover) এবং কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সংশ্লিষ্ট চুক্তির সহিত সম্পর্কিত পণ্যসরবরাহ, কার্যসম্পাদন বা সেবাপ্রদান সংক্রান্ত লেনদেনের বিবরণ; এবং
- (উ) Tender capacity নিরূপণের লক্ষ্যে উহার সমর্থনে প্রয়োজনীয় দলিলাদি।

৬৭। প্রাকযোগ্যতার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী—(১) কোনো ক্রয়কার্যে প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হইলে দরপত্রাতা বা আবেদনকারীকে যোগ্যতা সংক্রান্ত অবশ্যপূরণীয় সকল শর্ত সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে যোগ্যতাসংক্রান্ত অবশ্যপূরণীয় শর্তাদি সুস্পষ্টভাবে প্রাকযোগ্যতার দলিলে উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা না হইলে, দরপত্র দলিলে যোগ্যতাসংক্রান্ত অবশ্যপূরণীয় শর্তাদি উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) ক্রয়কারী, প্রাকযোগ্যতা বা দরপত্র দলিলে বর্ণিত মানদণ্ড অনুসারে, আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদি বিধি ১১৩ মোতাবেক মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) আবেদনকারী কর্তৃক ন্যূনতম যোগ্যতার শর্তপূরণ করা না হইলে, তাহাদেরকে অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে,

- (ক) কোনো আবেদনপত্রে এক বা একাধিক শর্তপূরণে ছোটখাট ত্রুটি বা ঘাটতি থাকিলেও যদি উক্ত ত্রুটি বা ঘাটতিসমূহ দরপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত তারিখের পূর্বে সংশোধনযোগ্য হয়, তাহা হইলে আবেদনকারীকে ‘শর্তযুক্তভাবে প্রাকযোগ্য’ হিসাবে বিবেচনা করা যাইবে; এবং
- (খ) উক্তরূপ শর্তযুক্ত প্রাকযোগ্যতার ক্ষেত্রে আরোপিত শর্ত বা শর্তাদিপূরণ করা সাপেক্ষে উক্ত আবেদনকারী মূল দরপত্র কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।

(৫) নির্দিষ্ট চুক্তির অধীন কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে, আবেদনকারীর সামর্থ্য নিরূপণের জন্য ক্রয়কারী নিম্নবর্ণিত মানদণ্ড অনুসরণ করিবে—

- (ক) একই ধরনের প্রকল্প বা কর্মসূচিতে অভিজ্ঞতা ও অতীত কর্মদক্ষতা নিরূপণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা যাইবে—
- (অ) সমাপ্ত অনুরূপ প্রকল্প বা কর্মসূচির ন্যূনতম সংখ্যা;
- (আ) অনুরূপ সমাপ্ত প্রকল্প বা কর্মসূচির, পৃথক ও যৌথভাবে, চুক্তিমূল্যের পরিমাণ;
- (ই) আবেদনকারী যে সকল দেশে ইতৎপূর্বে কার্যসম্পাদন করিয়াছে; এবং
- (উ) সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী, বা দেশে বা বিদেশের অন্যান্য ক্রয়কারীর নিকট সরবরাহকৃত প্লান্ট (Plant), সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য পণ্যের সরবরাহ সক্ষমতা (Supply capacity)।

- (খ) লোকবল, যন্ত্রপাতি এবং নির্মাণ বা উৎপাদন সুবিধাদি সম্পর্কিত দক্ষতা নিরূপণার্থে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা যাইবে—
- (অ) আবেদনকারীর প্রতিষ্ঠানের মুখ্য (Key) লোকবলের পেশাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা;
 - (আ) চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আবেদনকারীর হেফাজতে বা দখলে থাকা আবশ্যিক বলিয়া বিবেচিত ন্যূনতম যন্ত্রপাতির ধরন ও সংখ্যা, বা চুক্তির অধীন কার্য সম্পাদনের প্রয়োজনে চুক্তির প্রত্যাশিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত যন্ত্রপাতি ভাড়ায় বা লিজে সংগ্রহ করিবার জন্য কোনো চুক্তিমূলক ব্যবস্থা (Contractual arrangement);
 - (ই) প্রস্তুতকারকের সহিত সম্পাদিত কোনো চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম উৎপাদন ক্ষমতা; এবং
 - (ঈ) আবেদনপত্র মূল্যায়নের অংশ হিসাবে ক্রয়কারী কর্তৃক যন্ত্রপাতি বা স্থাপনা পরিদর্শনের অভিপ্রায় আছে কি-না;
- (গ) কারিগরি, আর্থিক ও আইনগত বিষয়সমূহে অবশ্যপূরণীয় শর্তাদি বিধি ৬৫(২)-এ বর্ণিত শর্তাদির অনুরূপ হইবে।

(৬) ক্রয়কারী, উহার বিশেষ প্রয়োজনে, আইনের ধারা ৪৮, ৪৯, ৫০ এবং এই বিধিতে বর্ণিত আদর্শ প্রাকযোগ্যতা মূল্যায়নের বিশেষ নির্ণয়কসমূহ এবং দলিলাদি দাখিলের আবশ্যিকতার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৭) কোনো আবেদনকারীই প্রাকযোগ্যতার নির্ণয়কসমূহ পূরণ করিতে সক্ষম না হইলে, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের অনুমোদনক্রমে, সকল আবেদনপত্র বাতিল করা যাইবে।

(৮) উপবিধি (৭)-এর অধীন আবেদনপত্র বাতিল করা হইলে, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার অনুমোদন সাপেক্ষে ক্রয়কারী নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করিবে—

- (ক) প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণের জন্য আহ্বানপত্রে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ পুনরীক্ষণক্রমে সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হইলে, ক্রয়কারী উক্ত আহ্বানসংবলিত বিজ্ঞাপন বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে পুনরায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, এবং বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ ও জটিল ধরনের ক্রয়ের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।
- (খ) প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণের জন্য আহ্বানপত্রে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ সংশোধন করিবার প্রয়োজন হইলে, উক্তরূপে সংশোধিত আহ্বানপত্র ইতৎপূর্বে আবেদনপত্র দাখিলকারী সকল ব্যক্তি বা ফার্মের অনুকূলে বিতরণের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; বা
- (গ) দফা (ক) ও (খ)-তে বর্ণিত উভয় কারণই সম্মিলিতভাবে গ্রহণযোগ্য আবেদনপত্র দাখিল না হইবার কারণ বলিয়া বিবেচিত হইলে, পুনঃবিজ্ঞাপন প্রদান করাসহ সংশোধিত আহ্বানপত্র পূর্ববর্তী সকল আবেদনকারীর নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(৯) কোনো আবেদনকারী কর্তৃক যোগ্যতা অর্জনের উদ্দেশ্যে দাখিলকৃত তথ্য কোনো সময় অসম্পূর্ণ বা অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে, ক্রয়কারী উক্ত আবেদনকারীকে অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিবে, তবে সেইক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষণার কারণ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করিতে হইবে।

৬৮। ক্রয়কারী কর্তৃক যোগ্যতাসম্পন্ন সরবরাহকারী বা টিকাদারদের তালিকা সংরক্ষণ।—(১) অভ্যন্তরীণ ক্রয়ে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি এবং বিধি ১০৫ মোতাবেক আন্তর্জাতিক ক্রয়ে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো ক্রয়কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে, ক্রয়কারী যোগ্যতাসম্পন্ন সম্ভাব্য বা তালিকাভুক্ত দরপত্রাতাগণের তালিকা সংরক্ষণ করিবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে, দরপত্রাতার যোগ্যতা বৎসরভিত্তিক পুনর্বিবেচনাক্রমে হালনাগাদ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আন্তর্জাতিক ক্রয়ে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতিতে বিভাজ্য পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে আবশ্যিকতা বিবেচনায় উক্ত তালিকা ঘানাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করিতে পারিবে।

(২) ক্রয়কারী উপবিধি (১)-এ উল্লিখিত ক্রয়পদ্ধতিসমূহের অধীন ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণে আগ্রহী সম্ভাব্য ইকনোমিক অপারেটরগণের তালিকাভুক্তির উদ্দেশ্যে তাহাদের যোগ্যতার সমর্থনে প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিলের জন্য আহ্বান জানাইতে পারিবে।

(৩) ক্রয়কারী কর্তৃক, ইকনোমিক অপারেটরগণকে তালিকাভুক্ত করিবার ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে—

- (ক) ক্রয়কারী সরবরাহ বা কার্যের বা তোতসেবার ধরনের এবং উক্ত ধরনের সহিত সংশ্লিষ্ট ইকনোমিক অপারেটরগণের সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে তালিকা সংরক্ষণ করিবে;
- (খ) দফা (ক)-তে বর্ণিত তালিকা, বিধি ১৪ অনুযায়ী গঠিত তালিকাভুক্তিকরণ কমিটি কর্তৃক প্রস্তুত করিতে হইবে এবং উক্ত তালিকা ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে;
- (গ) বার্ষিক বিজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্যপ্রদানের জন্য সকল আগ্রহী ব্যক্তিকে তফসিল-২-এ বর্ণিত সময় প্রদান করিতে হইবে; এবং
- (ঘ) তালিকাভুক্তিকরণ ও নবায়ন ফি তফসিল-২-এ উল্লিখিত পরিমাণে নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৪) সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে বিধি ৮০(১)(ঘ) মোতাবেক টেকসই সামাজিক ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয়কারী কর্তৃক অতিক্ষেত্রে ও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান (Micro and small enterprise), নারী-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান (Women-owned enterprise) এবং নৃতন প্রতিষ্ঠানের (New enterprise) সমষ্টিয়ে সামাজিক ক্রয় ক্যাটেগরি শিরোনামে পৃথক তালিকা সংরক্ষণ করিতে পারিবে।

৬৯। সহস্তিকাদার বা সহপ্রামর্শক নিয়োগ।—(১) ক্রয়কারী, আদর্শ দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিলে উল্লিখিত যথাযথ যোগ্যতা থাকার সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করা সাপেক্ষে, কোনো ইকনোমিক অপারেটরকে সহস্তিকাদার বা সহপ্রামর্শক নিয়োগের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সহপরামর্শক হিসাবে কোনো দরপত্র বা প্রস্তাবে উল্লিখিত কোনো প্রতিষ্ঠান (Firm) একাধিক প্রস্তাবে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে, তবে উক্ত অংশগ্রহণ শুধু সহপরামর্শক হিসাবেই করিতে হইবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি যদি ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথ উদ্যোগের অংশীদার হিসাবে কোনো আবেদন দাখিল করে, তাহা হইলে একই ক্রয় প্রক্রিয়ায় অন্য কোনো আবেদনকারীর সহপরামর্শক হিসাবে তিনি গ্রহণযোগ্য হইবেন না।

(৪) দরপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত সহস্থিকাদারের যোগ্যতা ঠিকাদারের যোগ্যতা মূল্যায়নে শুধু তাহার (সহস্থিকাদারের) জন্য নির্ধারিত কাজের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(৫) সহস্থিকাদারের সাধারণ অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সম্পদ দরপত্রদাতার সাধারণ অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সম্পদের সহিত যোগ করা যাইবে না।

(৬) সহস্থিকাদার বা সহপরামর্শক নিয়োগ সত্ত্বেও, সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তির অধীন পালনযোগ্য দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে সরবরাহকারী, ঠিকাদার ও পরামর্শকের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং উক্ত দায়দায়িত্ব সহস্থিকাদার বা সহপরামর্শকের নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না, বা কোনো অবস্থাতেই চুক্তিবদ্ধ দায়-দায়িত্ব সহস্থিকাদার বা সহপরামর্শকের নিকট অর্পণের অনুমতি প্রদান করা যাইবে না।

(৭) মুখ্য সরবরাহকারী বা ঠিকাদার বা পরামর্শক তাহার সহস্থিকাদার বা সহ-পরামর্শকগণের ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী থাকিবে, এবং সাব কন্ট্রাক্টসমূহের ব্যাপারে ক্রয়কারীর পর্যালোচনা সাধারণত মুখ্য সরবরাহকারী বা ঠিকাদার বা পরামর্শক কর্তৃক সাব কন্ট্রাক্টসমূহের ব্যবস্থাপনাগত মূল্যায়নের মধ্যেই সীমিত থাকিবে।

অধ্যায় অংশ-১০ যৌথ উদ্যোগ (JVCA)

৭০। যৌথ উদ্যোগ।—(১) ক্রয়কারী, এককভাবে বা যৌথ উদ্যোগ গঠনের মাধ্যমে, কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগতকে কার্য, ভোতসেবা, এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগতসেবা ক্রয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, শুধু যৌথ উদ্যোগ গঠনের ইচ্ছা ব্যক্তকরণই যৌথ উদ্যোগের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হইবে না।

(২) যৌথ উদ্যোগ সংক্রান্ত চুক্তি তফসিল-২-এ বর্ণিত মূল্যের ননজুড়িশিয়াল স্ট্যাম্পে এবং তফসিল ১২-এ বর্ণিত ছক অনুসরণে সম্পাদন করিতে হইবে এবং উক্ত চুক্তির পক্ষভুক্ত সকল ব্যক্তি বা আইনসম্মতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(৩) উপবিধি (২)-এর বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে, দরপত্র বা প্রস্তাব কৃতকার্য হইলে যৌথ উদ্যোগ চুক্তিসম্পাদন করা হইবে মর্মে সকল অংশীদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি লেটার অফ ইন্টেন্ট প্রস্তাবিত চুক্তিপত্রসহ দরপত্র বা প্রস্তাবের সহিত দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত লেটার অব ইন্টেন্ট যৌথ উদ্যোগের সকল অংশীদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং মোটারি পাবলিক কর্তৃক প্রমাণীকৃত হইতে হইবে।

(৪) যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে, উহার প্রত্যেক অংশীদার চুক্তির অধীন সকল দায় এবং নৈতিক বা আইনগত বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়ী থাকিবে।

(৫) ক্রয় প্রক্রিয়া চলাকালে এবং চুক্তিসম্পাদন করা হইলে চুক্তি বাস্তবায়নকালে, উপবিধি (২) ও (৩)-এর অধীন গঠিত যৌথ উদ্যোগের কোনো অংশীদার বা অংশীদারগণের পক্ষে সকল কর্ম সম্পাদন এবং সকল পাওনা গ্রহণের জন্য ক্ষমতা অর্পণপূর্বক যৌথ উদ্যোগ কর্তৃক একজন প্রতিনিধি মনোনীত করিতে হইবে।

(৬) যৌথ উদ্যোগের মুখ্য অংশীদার এবং অন্যান্য অংশীদারগণের ন্যূনতম যোগ্যতার শর্ত প্রাকযোগ্যতা, দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত দলিলে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(৭) উল্লুচ কোনো বিরোধের কারণে কোনো যৌথ উদ্যোগের অংশীদারদের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা হইলে, যৌথ উদ্যোগের সকল অংশীদারের বিরুদ্ধে, প্রাপ্তিসাধ্য হওয়া সাপেক্ষে, উক্ত আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা হইবে এবং শুধু একজন অংশীদার পাওয়া গেলে, উক্ত অংশীদার সকল অংশীদারের পক্ষে জবাব প্রদান করিবে এবং দায়েরকৃত অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, সকল অংশীদারকে যে দণ্ড প্রদেয় হইত, উহা তাহার উপর এককভাবে প্রয়োগযোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আইনগত কার্যধারা সমাপ্ত হইবার পূর্বে যদি অন্যান্য অংশীদারদের পাওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত অংশীদারদের বিরুদ্ধেও ক্রয়কারী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৮) উপবিধি (৬) এবং (৭)-এর শর্তাদি পূরণসাপেক্ষে, দেশীয় ও বৈদেশিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমষ্টিয়ে গঠিত কোনো যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ নাগরিকগণের অংশ ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) বা তাহার উর্ধ্বে হইলে গঠিত যৌথ উদ্যোগকে স্থানীয় অগ্রাধিকার (Domestic preference) প্রদান করা যাইবে।

(৯) কোনো নির্দিষ্ট ক্রয় কার্যের জন্য গঠিত যৌথ উদ্যোগ, একবার গঠিত হইলে চুক্তিসম্পাদনের পূর্বে উহাতে কোনো পরিবর্তন আনয়ন করা যাইবে না, তবে চুক্তিসম্পাদন পরবর্তী সময়ে উপবিধি (১০)-এ বর্ণিত বিশেষ পরিস্থিতিতে, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের পূর্বানুমোদন গ্রহণপূর্বক কোনো পরিবর্তন সাধন করা যাইবে।

(১০) কোনো নির্দিষ্ট ক্রয় কার্যের জন্য গঠিত যৌথ উদ্যোগের কোনো অংশীদার অযোগ্য বলিয়া প্রতিভাব হইলে বা সামগ্রিক কার্যসম্পাদনে বিরুপ প্রভাব ফেলিতে পারে এইরূপ গুরুতর কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হইলে, শুধু সেইক্ষেত্রে মুখ্য অংশীদার ব্যতিরেকে অপর কোনো অংশীদার পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়া যাইবে, তবে নৃতন অংশীদারকে বিদায় অংশীদার অপেক্ষা উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইবে।

(১১) যৌথ উদ্যোগের কোনো অংশীদার আইনের ধারা ৬৪ মোতাবেক দুর্বীতি, প্রতারণা, চক্রান্ত, জবরদস্তি, বা প্রতিবক্ষকতামূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার কারণে ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণের অযোগ্য (Debarred) বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকিলে, উক্ত যৌথ উদ্যোগ কোনো ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না এবং অনুরূপভাবে কোনো যৌথ উদ্যোগ উক্ত ধারা মোতাবেক ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণের অযোগ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকিলে, উক্ত ঘোষণা যৌথ উদ্যোগের প্রত্যেক অংশীদারের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হইবে।

(১২) যেক্ষেত্রে বিশেষ কোনো অংশের (Component) জন্য মনোনীত যৌথ উদ্যোগের কোনো অংশীদার উক্ত অংশের জন্য আবশ্যিক ন্যূনতম যোগ্যতার শর্ত পূরণে সক্ষম, সেইক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগের জন্য আবশ্যিকীয় সর্বমোট যোগ্যতা নিরূপণের ক্ষেত্রে উক্ত অংশীদারের অতীত অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য সামর্থ্য অন্যান্য অংশীদারের যোগ্যতার সহিত যোগ করিতে হইবে।

(১৩) নিম্নের উদাহরণসমূহের অনুরূপ ক্ষেত্রসমূহে, যৌথ উদ্যোগের অংশীদারদের বা তাহাদের মুখ্য জনবলের (Key staff) নির্দিষ্ট কারিগরি অভিজ্ঞতা ন্যূনতম যোগ্যতার শর্ত পূরণের ক্ষেত্রে যোগ করা যাইবে না।

উদাহরণ।—(১) কোনো ক্রয় দলিলে প্রকল্প ব্যবস্থাপকের যোগ্যতার শর্তে অনুরূপ ধরনের ও পরিমাণের কাজে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতার শর্ত থাকিলে, উক্ত ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগের কোনো একজন অংশীদারের প্রকল্প ব্যবস্থাপকের ৩ (তিনি) বৎসর এবং অপর আরেক অংশীদারের প্রকল্প ব্যবস্থাপকের ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা যোগ করিয়া মোট ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতার শর্ত পূরণ হইয়াছে বলিয়া নিরূপণ করা যাইবে না।

উদাহরণ।—(২) কোনো ক্রয় দলিলে দরপত্রদাতার কমপক্ষে ১০০ (একশত) মিটার স্প্যানের আরসিসি ব্রিজ নির্মাণের অতীত অভিজ্ঞতার শর্ত থাকিলে, যৌথ উদ্যোগের অংশীদারগণের অনুরূপ ব্রিজ নির্মাণের পৃথক পৃথক অভিজ্ঞতা একত্রে গণনা করিয়া (যেমন-৫০মি.+৩০মি.+২০মি.=১০০মি.) উক্ত নির্ণয়ক বা শর্ত পূরণ হইয়াছে বলিয়া নির্পণ করা যাইবে না।

উদাহরণ।—(৩) কোনো ক্রয় দলিলে যৌথ উদ্যোগের যোগ্যতার শর্তে কোনো নির্দিষ্ট ধরনের নির্মাণ কাজে দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলকারী প্রতিষ্ঠানের ৫(পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা অবশ্যই থাকিতে হইবে মর্মে শর্ত থাকিলে, উক্ত ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগের কোনো একটি অংশীদার প্রতিষ্ঠানের ৩(তিনি) বৎসর এবং অপর আরেক অংশীদার প্রতিষ্ঠানের ২(দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা যোগ করিয়া মোট ৫(পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতার শর্ত যৌথ উদ্যোগের দ্বারা পরাগ হইয়াছে বলিয়া নিরপেক্ষ করা যাইবে না।

(১৪) কার্যসম্পাদন জামানত, বিমা, ক্ষতিবহন প্রতিশুতি (Indemnity), ঠিকাদার ও সহঠিকাদার নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়াদি আইনসম্বত্বাবে গঠিত যৌথ উদ্যোগের পক্ষে প্রদান বা সম্পাদন করিতে হইবে।

ଅଂଶ-୧୧

স্বার্থের সংঘাত

৭১। স্বার্থের সংঘাত।—(১) বিদ্যমান বা সন্তান্য স্বার্থের সংঘাত যাহা ক্রয়কারীকে সর্বোত্তম সেবা প্রদানে বিষয় সৃষ্টি করিতে পারে বা সংশ্লিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে উহা বিরুপ প্রভাব ফেলিবে বলিয়া যুক্তিসংগতভাবে ধারণা করা যায়, উক্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে ক্রয়কারীকে অবহিতকরণ আবেদনকারীর দায়িত্ব বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহা অবহিতকরণে ব্যর্থতার কারণে তফসিল-১৩-তে বর্ণিত সারণি (Consultants' conflicts of interest: Range of possible cases)-তে বর্ণিত পরিস্থিতিতে উক্ত পরামর্শক অযোগ্য ঘোষিত বা উহার চক্র বাতিল হইতে পারে।

(২) কোনো পরামর্শক এবং উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বা সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধুনিষ্ঠ ও পেশাগত পরামর্শ প্রদান এবং সর্বদা ক্রয়কারীর স্বার্থ সমুন্নত রাখার শর্তের প্রতি শুকাশীল থাকিয়া অন্য কোনো কার্যসম্পাদন বা উহার স্থীয় যৌথ স্বার্থের সহিত সংঘাত সৃষ্টি হইতে পারে এইরূপ কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকিবে এবং ভবিষ্যতে কোনো দায়িত্ব প্রাপ্তির প্রত্যাশায় কার্যসম্পাদন করিবে না।

(৩) কোনো ক্রয়কারী কর্তৃক ইতঃপূর্বে কোনো প্রকল্পে পণ্যসরবরাহ, কার্যসম্পাদন, বা ভৌতসেবা প্রদানের জন্য যদি কোনো ব্যক্তি নিয়োজিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠান পরবর্তীকালে উক্ত পণ্য, কার্য বা সেবার ক্ষেত্রে পরামর্শক সেবা প্রদানের অযোগ্য বিবেচিত হইবে।

(৪) কোনো প্রকল্প প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের জন্য কোনো ব্যক্তিকে পরামর্শক সেবা প্রদানের জন্য নিয়োজিত করা হইয়া থাকিলে, উক্ত ব্যক্তি বা উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠান পূর্বে প্রদত্ত পরামর্শক সেবা হইতে উক্তু বা সরাসরি সম্পর্কযুক্ত পণ্য সরবরাহ, পরামর্শক সেবা, ভৌতসেবা বা কার্যসম্পাদনের জন্য অযোগ্য বিবেচিত হইবে।

(৫) কোনো পরামর্শক, উহার লোকবল ও সহপরামর্শকবৃন্দসহ, বা উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানকে কোনো দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত করা যাইবে না, যদি উক্ত পরামর্শক কর্তৃক একই ক্রয়কারী বা অন্য কোনো ক্রয়কারীর জন্য একই ধরনের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সংঘাতের সৃষ্টি করে।

(৬) ক্রয়কার্যে জড়িত ক্রয়কারীর কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সহিত কোনো পরামর্শক এবং উহার সহপরামর্শক ও কর্মীবৃন্দের কাহারও কোনো ব্যবসায়িক সম্পর্ক থাকিলে উহার সহিত চুক্তিসম্পাদন করা যাইবে না, যদি না পরামর্শক নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালে উক্ত সম্পর্কজনিত সংঘাতের বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনা করা হইয়া থাকে।

(৭) ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণ করিতেছে বা করিয়াছে এইরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্যে জড়িত ক্রয়কারীর কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোনো স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা থাকিলে, উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত উহার সম্পর্কের বিষয়ে একটি ঘোষণা প্রদান করিবে এবং উক্ত ক্রয়কার্যের বিনির্দেশ এবং যোগ্যতার নির্ণয়কসমূহ প্রস্তুতকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া সংশ্লিষ্ট পণ্যসরবরাহ বা কার্যসম্পাদন বা সেবাসম্পাদন এবং ক্রয়সংক্রান্ত দায়বদ্ধতা পরিপূর্ণভাবে পালিত না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়ের কোনো পর্যায়ে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না।

অংশ-১২

অভিযোগ ও আপিল

৭২। অভিযোগ করিবার অধিকার।—নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বা পরিস্থিতিতে কোনো ক্রয়কারীর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা যাইবে, যথা—

(ক) প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে—

(১) বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখে প্রাকযোগ্যতার দলিল প্রস্তুত করা না থাকিলে বা সম্ভাব্য আবেদনকারীর অনুরোধে উহা প্রাপ্তিসাধ্য না করা গেলে; বা

- (২) সন্তাব্য আবেদনকারীর স্পষ্টীকরণের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে যথাসময়ে তৎসম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান না করা হইলে; বা
- (৩) প্রাকযোগ্যতার দলিলে উল্লিখিত নির্ণয়কের আলোকে মূল্যায়ন কর্মটি যোগ্যতা মূল্যায়ন করিতে ব্যর্থ হইলে; বা
- (৪) প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণে অন্যায়ভাবে অঙ্গীকৃতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে মর্মে ধারণা করিবার সংগত কারণ থাকিলে; বা
- (৫) দুর্নীতি বা চক্রান্তমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে সন্দেহ হইলে।
- (খ) উন্মুক্ত, সীমিত, সরাসরি, দুই পর্যায়, এক পর্যায় দুই খাম, কোটেশন বা বিপরীত নিলাম পদ্ধতির ক্ষেত্রে—
- (১) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিধি ১১০ অনুসরণক্রমে বিজ্ঞাপন প্রদান করা না হইয়া থাকিলে; বা
- (২) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখে দরপত্র দলিল প্রস্তুত না হইয়া থাকিলে বা সন্তাব্য দরপত্রদাতা বা কোটেশনদাতার অনুরোধে উহা প্রাপ্তিসাধ্য করা না গেলে; বা
- (৩) সন্তাব্য দরপত্রদাতার অনুরোধে যথাসময়ে ব্যাখ্যা প্রদান না করা হইলে; বা
- (৪) কেবল একটি বা স্বল্পসংখ্যক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পূরণ করা সম্ভব, এইরূপ কারিগরি বিনির্দেশ প্রস্তুত করা হইলে; বা
- (৫) প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের শর্ত মোতাবেক, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রাকদরপত্র সভা অনুষ্ঠান করিতে ব্যর্থ হইলে বা উক্ত সভার জন্য পূর্ব নির্ধারিত তারিখ, স্থান ও সময় পরিবর্তিত হইলে যথাসময়ে উহা সন্তাব্য দরপত্রদাতাগণকে অবহিত না করিবার কারণে সন্তাব্য কতিপয় দরপত্রদাতা সভায় যোগদান করিতে সক্ষম না হইলে; বা
- (৬) দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞাপনে প্রদত্ত বিবৃতি মোতাবেক দরপত্র উন্মুক্ত করিতে ব্যর্থ হইলে বা দরপত্র উন্মুক্তকরণের সময় অসংগত আচরণ করা হইলে; বা
- (৭) বিশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার ফলে এক বা একাধিক দরপত্র নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উন্মুক্তক্রমে উহার গোপনীয়তা ফাঁস করিয়া দেওয়া বা প্রকাশ্য সভায় দরপত্র উন্মুক্তকরণে ব্যর্থ হইলে; বা
- (৮) দরপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রাপ্ত সকল দরপত্র উন্মুক্তকরণ করা না হইলে; বা
- (৯) মূল্যায়ন কর্মটি দরপত্র দলিলে উল্লিখিত নির্ণয়ককের আলোকে দরপত্র মূল্যায়ন করিতে ব্যর্থ হইলে; বা
- (১০) ক্রয়কারী কর্তৃক কৃতকার্য দরপত্রদাতার সহিত নেগোসিয়েশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইলে; বা

- (১১) দুর্নীতি বা চক্রান্তমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে সন্দেহ হইলে; বা
- (১২) দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে, প্রথম পর্যায়ে দরপত্র মূল্যায়নের সময় প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে ব্যাখ্যা গ্রহণের সময় গোপনীয়তা রক্ষার শর্ত লঙ্ঘন করা হইলে।

(গ) প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে—

- (১) কারিগরি প্রস্তাবের খাম উন্মুক্তকরণের পর ক্রয়কারী উহার গোপনীয়তা রক্ষা করিতে ব্যর্থ হইলে; বা
- (২) কারিগরি প্রস্তাব উন্মুক্তকরণের সময় আর্থিক প্রস্তাব খোলা হইলে; বা
- (৩) প্রস্তাব দলিলে উল্লিখিত নির্ণয়কের ভিত্তিতে প্রস্তাব মূল্যায়ন করিতে ব্যর্থ হইলে; বা
- (৪) মূল্য যেখানে মূল্যায়নের একটি নিয়ামক (Factor), সেইক্ষেত্রে নেগোসিয়েশনের সময় আবেদনকারীকে তৎপ্রস্তাবিত ফিসের হার পরিবর্তনের জন্য চাপ প্রয়োগ করা হইলে; বা
- (৫) দুর্নীতি বা চক্রান্তমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে সন্দেহ হইলে।

৭৩। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দায়ের, নিষ্পত্তি, ইত্যাদি।—(১) কোনো ব্যক্তিকে তফসিল-২-এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে লিখিতভাবে তাহার অভিযোগ দাখিল করিতে হইবে।

(২) ক্রয়কারী কার্যালয়ের যে কর্মকর্তা কর্তৃক দরপত্র বা প্রস্তাব দলিল জারি করা হইয়াছে প্রথমত, সেই কর্মকর্তার নিকট (যেমন—প্রকল্প পরিচালক, লাইন ডাইরেক্টর, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ক্রয় কর্মকর্তা, ক্রয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) কোনো ব্যক্তি লিখিতভাবে অভিযোগ দাখিল করিবে।

(৩) উপবিধি (২)-এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অভিযোগের বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে উহা বাতিল বা কোনো সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে কি-না তদবিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৪) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, তফসিল-২-এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে, অভিযোগ বাতিলের কারণ বা উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে কী কী সংশোধনমূলক ব্যবস্থা (যেমন- দরপত্র বা প্রস্তাব দলিলের অগ্রহণযোগ্য শর্তের সংশোধনী আদেশ জারি) গ্রহণ করা হইয়াছে বা হইবে তদবিষয়ে লিখিত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিত করিবে।

(৫) কোনো ব্যক্তি উপবিধি (৪)-এর অধীন ক্রয়কারী কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তে সম্মুষ্ট না হইলে তফসিল-২-এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের নিকট লিখিতভাবে পুনরায় একই অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে।

(৬) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উপবিধি (৫)-এর অধীন ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের নিকট অভিযোগ দাখিল করা হইলে—

(ক) ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান যদি মূল্যায়ন কমিটির চেয়ারপারসন বা সদস্য হন, তাহা হইলে তিনি উক্ত অভিযোগ প্রাপ্তির পর তফসিল-২-এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে, উহা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিবের নিকট প্রেরণপূর্বক তৎসম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারীকে অবহিত করিবে; বা

(খ) উক্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়টি তাহার আওতাভুক্ত হইলে, তিনি অভিযোগের বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে উহা বাতিল বা কোনো সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে কি-না তদবিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং তফসিল-২-এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে কারণ উল্লেখপূর্বক অভিযোগ বাতিল বা গৃহীত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাহার সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিত করিবে।

(৭) কোনো ব্যক্তি ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হইলে, তফসিল-২-এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিবের নিকট উহার অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে।

(৮) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, তফসিল-২-এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে, উপবিধি (৬) অথবা (৭)-এর অধীন দাখিলকৃত অভিযোগের বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে উহা বাতিল বা কোনো সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে কি-না তদবিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং কারণ উল্লেখপূর্বক অভিযোগ বাতিল বা কী কী সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তদবিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে লিখিতভাবে অবহিতক্রমে উক্ত সিদ্ধান্তের কপি সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী ও বিপিপিএকে প্রদান করিবে।

(৯) কোনো ব্যক্তি প্রত্যেকটি স্তরের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে লিখিত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত না হইলে, উক্ত ব্যক্তি তফসিল-২-এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে সরাসরি উক্ত কর্তৃপক্ষের পরিবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে।

(১০) ক্রয়কারী এবং অন্যান্য স্তরের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ একটি অভিযোগ রেজিস্টার খুলিয়া উহাতে অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবে।

(১১) কোনো ব্যক্তি যদি সচিব কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি রিভিউ প্যানেলের নিকট আপিল করিতে পারিবে।

(১২) এই বিধির অধীন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দায়েরের সকল বিধান নিঃশেষ করিবার পরই কেবল কোনো ব্যক্তি রিভিউ প্যানেলের নিকট আপিল করিতে পারিবে।

(১৩) কোনো ব্যক্তি, উপবিধি (৮)-এর অধীন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর, বা তফসিল-২-এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে কোনো সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত না হইলে রিভিউ প্যানেলের সভাপতিকে সম্মোধন করিয়া ‘গোপনীয়’ বলিয়া চিহ্নিত একটি সিলগালা করা খামে বিপিপিএ-এর ঠিকানায় নির্মাণক্রমে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে—

(ক) অভিযোগ এবং উহার সমর্থনে দলিলাদি একটি সিলগালা করা খামে দায়ের করিবে, যাহা কেবল রিভিউ প্যানেলের সভাপতি কর্তৃক খোলা হইবে;

(খ) দফা (ক)-তে বর্ণিত সিলগালা করা ‘গোপনীয়’ খাম প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিপিপিএ-কে সম্মোধনক্রমে একটি অগ্রায়নপত্রে রিভিউ প্যানেলের নিকট আপিল করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া এবং অভিযোগের ধরন উল্লেখপূর্বক প্রেরণ করিবে; এবং

(গ) দফা (খ)-তে বর্ণিত অগ্রায়নপত্রের সহিত তফসিল-২-এ বর্ণিত অঙ্গের নিবন্ধন ফি এবং ফেরতযোগ্য নিরাপত্তা জামানত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিপিপিএ-এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট আকারে সংযোজন করিবে।

(১৪) ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, চুক্তিসম্পাদনের নোটিশ জারি করা হইয়াছে বা চুক্তিসম্পাদন করা হইয়াছে এইরূপ কোনো ক্রয়প্রক্রিয়ার বিষয়ে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কোনো পর্যায়েই অভিযোগ দায়ের করা যাইবে না, তবে ত্রুটিপূর্ণ বা বিধি বহিভূতভাবে চুক্তিসম্পাদনের নোটিশ জারি বা চুক্তিসম্পাদন করা হইয়াছে বলিয়া ধারণা করিবার সংগত কারণ থাকিলে ক্রয়কারীর গৃহীত কার্যক্রমের বিরুদ্ধে রিভিউ প্যানেলের নিকট সরাসরি আনুষ্ঠানিক আপিল দায়ের করা যাইবে।

৭৪। রিভিউ প্যানেল গঠন।—(১) বিপিপিএ দায়েরকৃত কোনো আপিল পর্যালোচনা এবং তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য উপবিধি (২)-এ উল্লিখিত বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে রিভিউ প্যানেল গঠন করিবে।

(২) আইনের ধারা ৩০ অনুসারে, রিভিউ প্যানেল গঠন করিবার উদ্দেশ্যে বিপিপিএ, তফসিল-২ অনুযায়ী এবং নিম্নবর্ণিতভাবে সুবিদিত বিশেষজ্ঞগণের একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে—

(ক) নিম্নবর্ণিত ৩ (তিনি) শ্রেণির প্রতিটি হইতে ১ (এক) জন করিয়া সদস্য সমন্বয়ে রিভিউ প্যানেল গঠন করিতে হইবে:

(অ) ক্রয়সংক্রান্ত আইনগত বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সুখ্যাত বিশেষজ্ঞগণ, যাহাদের মধ্যে সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ বা কর্পোরেশনের অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র কর্মকর্তাগণ অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে;

(আ) কারিগরি বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন এবং ক্রয়কার্যে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সুখ্যাত বিশেষজ্ঞগণ; এবং

(ই) ক্রয়কার্য ও চুক্তি ব্যবস্থাপনার রীতিনীতি এবং অভিযোগ ও বিরোধ নিপত্তির বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সুখ্যাত বিশেষজ্ঞগণ, যাহারা ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি কর্তৃক মনোনীত হইতে পারে:

তবে শর্ত থাকে যে প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে কর্মরত কোনো কর্মকর্তা রিভিউ প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে না।

(খ) তফসিল-২ অনুসারে বিশেষজ্ঞগণকে কতিপয় রিভিউ প্যানেলে শ্রেণিভুক্ত করিতে হইবে;

(গ) রিভিউ প্যানেল কমপক্ষে ৩(তিনি) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং তাহাদের মধ্যে একজন সভাপতি হিসাবে মনোনীত হইবে;

(ঘ) বিপিপিএ, উহার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীর পূর্বানুমোদনক্রমে যথোপযুক্ত শর্তে রিভিউ প্যানেলের সদস্য ও সভাপতি মনোনীত করিবে;

(ঙ) রিভিউ প্যানেল, অভিযোগের প্রকৃতি বিবেচনায়, বিপিপিএ কর্তৃক সংরক্ষিত তালিকা হইতে সর্বোচ্চ ২ (দুই) জন সদস্য কেস-বাই-কেস ভিত্তিতে কো-অপট করিবার জন্য বিপিপিএ-কে অনুরোধ জানাইতে পারিবে।

(৩) রিভিউ প্যানেল ও বিশেষজ্ঞগণের তালিকা বিপিপিএ সংরক্ষণ করিবে এবং উহা আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রাপ্তিসাধ্য করিবে।

(৪) রিভিউ প্যানেলের প্রত্যেক সদস্যকে তফসিল-২-এ বর্ণিত আকারে উৎসাহ ভাতা বা সম্মান প্রদানের সংস্থান রাখিতে হইবে।

(৫) বিপিপিএ, রিভিউ প্যানেলের কার্যক্রম পরিচালনায় অনুসরণীয় একটি বিস্তারিত কার্যপদ্ধতি জারি করিবে।

(৬) বিপিপিএ কোনো অবস্থাতেই কোনো অভিযোগ বা আপিল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হইতে পারিবে না, তবে রিভিউ প্যানেলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সুবিধা প্রদান করিবে।

৭৫। রিভিউ প্যানেল ভাঙ্গিয়া দেওয়া বা সদস্য অপসারণ, পুনর্গঠন, ইত্যাদি।—(১) সরকার, জনস্বার্থে, যে-কোনো সময়ে বিধি ৭৪ অনুযায়ী গঠিত যে-কোনো বা সকল রিভিউ প্যানেল, কারণ উল্লেখপূর্বক, ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবে।

(২) রিভিউ প্যানেল গঠিত হইবার পর, সরকার নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে এক বা একাধিক সদস্যকে উক্ত কমিটি হইতে, অপসারণ করিতে পারিবে—

- (ক) স্বার্থের সংঘাত ঘটিলে; বা
- (খ) যদি আইনের ধারা ৬৪-এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া থাকে; বা
- (গ) কোনো সদস্যের শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা বা মৃত্যুর কারণে।

(৩) উপবিধি (২)-এর অধীন রিভিউ প্যানেলের কোনো সদস্য অপসারণ করা হইলে বিধি ৭৪ অনুসারে সদস্য প্রতিস্থাপন করিতে হইবে।

৭৬। আপিলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত চুক্তিসম্পাদনের নোটিশ জারি করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।—(১) বিপিপিএ, বিধি ৭৩(১৩)(গ) এর বিপরীতে তফসিল-২-এ বর্ণিত নির্ধারিত নিরাপত্তা জামানতসহ কোনো আপিল আবেদন প্রাপ্তির পর, তফসিল-২-এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে, পালাক্রমে একটি রিভিউ প্যানেল নির্বাচন করিয়া উহার নিকট উক্ত আপিল আবেদন নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করিবে এবং উক্ত বিষয়ে রিভিউ প্যানেলের সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত রিভিউ প্যানেলের বিবেচনাধীন কোনো ক্রয়কার্য বিষয়ে চুক্তিসম্পাদন করা হইতে বিরত থাকার জন্য ক্রয়কারীকে নির্দেশ প্রদান করিয়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব ও আবেদনকারীকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে পত্র মারফত অবহিত করিবে।

(২) ক্রয়কারী বা রিভিউ প্যানেলের নিকট কোনো অভিযোগ বা আপিল বিবেচনাধীন থাকিলে উক্ত অভিযোগ বা আপিলের উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত চুক্তিসম্পাদনের নোটিশ জারি করা যাইবে না, তবে অভিযোগ বিবেচনাধীন থাকাকালীন দরপত্র মূল্যায়ন ও উহার অনুমোদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা যাইবে।

(৩) উপবিধি (১)-এর অধীন চুক্তিসম্পাদনের নোটিশ জারি করা হইতে বিরত থাকিবার নির্দেশনা প্রদানের বিষয়টি প্রযোজ্য হইবে না যদি ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান, সংশ্লিষ্ট সচিব বা মন্ত্রীর অনুমোদন প্রাপ্ত এই মর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করে যে, জনস্বার্থ বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট ক্রয় কার্য পরিচালনা করা অপরিহার্য।

(৪) উপবিধি (৩)-এর অধীন প্রদত্ত সনদপত্রে উক্ত ক্রয়কার্য পরিচালনার অপরিহার্যতা বিবেচনার ভিত্তি ক্রয়কার্যক্রমের রেকর্ডে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্র বিচার বিভাগীয় পুনর্বিবেচনা ব্যতীত অভিযোগের সকল পর্যায়ে চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কোনো আপিল আবেদনের সহিত উপবিধি (১)-এর অধীন নির্ধারিত নিবন্ধন ফিস এবং নিরাপত্তা জামানত জমা না দেওয়া হইলে, উক্ত কারণে আবেদনটি রিভিউ প্যানেলের নিকট উপস্থাপন করা যাইবে না মর্মে বিপিপিএ সংশ্লিষ্ট আপিল আবেদনকারীকে অবহিত করিয়া ক্রয়কারীকে উহার অনুলিপি প্রদান করিবে।

(৬) নিয়োগপ্রাপ্ত হইবার অব্যবহিত পরে রিভিউ প্যানেলের সভাপতি বিপিপিএ কর্তৃক জারীকৃত কার্যপ্রণালি মোতাবেক উহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

৭। রিভিউ প্যানেল কর্তৃক আপিল নিষ্পত্তি।—(১) কোনো আপিল আবেদন রিভিউ প্যানেলের সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করা হইলে এবং উক্ত আপিল যথাযথ নিরাপত্তা জামানত ও নিবন্ধন ফিসসহ দায়েরকৃত হইলে রিভিউ প্যানেল, উহার সিদ্ধান্ত প্রদানের সময় পর্যন্ত, চুক্তিসম্পাদনের নোটিশ জারিসংক্রান্ত স্থগিতাদেশ অব্যাহত রাখিতে ক্রয়কারীকে পরামর্শ দিবে।

(২) রিভিউ প্যানেল, তফসিল-২-এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে উহার লিখিত সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং উক্ত সিদ্ধান্তের কপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, বিপিপিএ এবং ক্রয়কারীকে প্রদান করিবে।

(৩) তুচ্ছ (Frivolous) কারণে অভিযোগ দায়েরের কারণে উহা খারিজ এবং ক্ষেত্রমতো, নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্ত করিবার ক্ষেত্রে ব্যতীত, আপিল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, রিভিউ প্যানেল নিম্নবর্ণিত যে-কোনো সিদ্ধান্ত স্বতন্ত্রভাবে বা সম্মিলিতভাবে প্রদান করিতে পারিবে, যথা—

- (ক) কারণ উল্লেখপূর্বক আপিল আবেদন খারিজ করিয়া ক্রয়কারীকে ক্রয়কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত প্রদান;
- (খ) আপিল আবেদনে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়বস্তু নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিবিধান ও নীতি উল্লেখপূর্বক উহার আওতায় অভিযোগকৃত বিষয় নিষ্পত্তির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পক্ষবৃন্দকে সিদ্ধান্ত প্রদান;
- (গ) ক্রয়কারী কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ এই বিধিমালার পরিপন্থি হইলে উহার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত প্রদান;
- (ঘ) ক্রয়সংক্রান্ত চুক্তি কার্যকরণে গৃহীত ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত ব্যতীত, ক্রয়কারী কর্তৃক বিধিবিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ কোনো কার্য বা সিদ্ধান্ত, সম্পূর্ণ বা আংশিক, বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রদান;
- (ঙ) ক্রয়কারী, এই বিধিমালার অধীন উহার বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনে ব্যর্থ হইয়া থাকিলে, রিভিউ প্যানেল আপিল আবেদন দাখিলকারী ব্যক্তিকে দরপত্র দলিল প্রস্তুতকরণ ও আইনসংক্রান্ত ব্যয় এবং অভিযোগ দাখিলসংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয় বাবদ ক্ষতিপূরণসহ বিধি ৭৩(১৩)(গ)-এর অধীন প্রদত্ত নিরাপত্তা জামানত ফেরত প্রদানের সিদ্ধান্ত প্রদান; এবং
- (চ) ক্রয়কার্যক্রম সমাপ্তির জন্য সিদ্ধান্ত প্রদান।

(৪) রিভিউ প্যানেলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সিন্কান্ট গৃহীত হইবে।

(৫) রিভিউ প্যানেলের সিন্কান্ট চূড়ান্ত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ উক্ত সিন্কান্ট মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৬) রিভিউ প্যানেলের সিন্কান্ট প্রদানের পর অবিলম্বে আপিলে উত্থাপিত অভিযোগ ও প্রদত্ত সিন্কান্ট সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোনো তথ্য প্রকাশ করা যাইবে না, যদি উক্ত প্রকাশ—

- (ক) কোনো আইনের পরিপন্থি হয়;
- (খ) কোনো আইনের প্রয়োগকে বাধাগ্রস্ত করে;
- (গ) জনস্বার্থের পরিপন্থি হয়;
- (ঘ) পক্ষবৃন্দের আইনানুগ ব্যবসায়িক স্বার্থকে বিহিত করে; বা
- (ঙ) ক্রয়কার্যের অবাধ প্রতিযোগিতাকে বাধাগ্রস্ত করে।

(৭) ক্রয়কারী বা রিভিউ প্যানেল কর্তৃক এই বিধির অধীন গৃহীত সিন্কান্ট, উহার সমর্থনে যৌক্তিকতা ও অনুষঙ্গিক বিষয়াদি রেকর্ডের অংশ হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

পণ্য, কার্য, ও ভৌতসেবার ক্রয় পক্ষতি এবং উহার প্রয়োগ

অংশ-১

অভ্যন্তরীণ ক্রয়: উন্মুক্ত দরপত্র পক্ষতি

৭৮। পণ্য, কার্য, ইত্যাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পক্ষতির প্রয়োগ।—(১) বিশেষ পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট কোনো ক্রয়ের ক্ষেত্রে অথবা মূল্যসীমার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য ক্রয়পক্ষতির কোনো একটি পক্ষতির ব্যবহার অধিকতর যুক্তিযুক্ত না হইলে, পণ্য, কার্য, বা ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রে বিবেচ্য পক্ষতি হিসাবে উন্মুক্ত দরপত্র পক্ষতি প্রয়োগ করিতে হইবে।

(২) বিধি ১১০-এর অধীন বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে সকল যোগ্য দরপত্রদাতার নিকট হইতে দরপত্র আহ্বান করিতে হইবে।

(৩) সরকারি মালিকানাধীন কারখানা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ আইনত এবং আর্থিকভাবে স্বশাসিত হিসাবে প্রমাণ করিতে সক্ষম হইলে উহারাও সরকারি দরপত্র প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখে দরপত্র দলিল বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত ও প্রাপ্তিসাধ্য থাকা সাপেক্ষে, পণ্য, কার্য, বা ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্রদাতাগণকে দরপত্র প্রণয়ন ও দাখিলের জন্য প্রদেয় সময় তফসিল-২-এ বর্ণিত ন্যূনতম সময়ের কম হইবে না।

(৫) রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজনে ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকার, অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশক্রমে, ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় হাস করিতে পারিবে।

(৬) বিধি ১১১, ১১২ এবং ১১৩-তে উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী আবেদনকারীগণের প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণ করা হইয়া থাকিলে, সেইক্ষেত্রে ক্রয়কারী শুধু প্রাকযোগ্য আবেদনকারীগণের মধ্যে দরপত্র দলিল বিতরণ সীমিত রাখিবে।

(৭) উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির অধীন পণ্য, কার্য ও ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে তফসিল-১৪ এর অংশ-ক ও অংশ-খ অংশে প্রদত্ত ফ্লো চাটে উল্লিখিত প্রক্রিয়া এবং কার্যক্রম অনুসরণীয় হইবে।

৭৯। পণ্য, কার্য, ইত্যাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য ক্রয় পদ্ধতির প্রয়োগ।—(১) ক্রয়কারী, পণ্য, কার্য ও ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অন্য কোনো ক্রয় পদ্ধতি যথা: সীমিত দরপত্র পদ্ধতি, সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি, দুই পর্যায় বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি, একধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি, কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জাপন পদ্ধতি এবং বিপরীত নিলাম পদ্ধতি ব্যবহার করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি এবং তফসিল-২-এ বর্ণিত মূল্যসীমা পর্যন্ত বিধি ৮০ এর ১(ঘ) উপবিধি মোতাবেক সীমিত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই বিধিমালায় বর্ণিত শর্তসমূহ প্রতিপালনপূর্বক অন্য কোনো ক্রয় পদ্ধতি নির্বাচনের কারণ ও যৌক্তিকতা রেকর্ডভুক্ত করিতে হইবে।

(২) সীমিত দরপত্র পদ্ধতি, দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি, এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি, কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জাপন পদ্ধতি, বিপরীত নিলাম পদ্ধতি এবং সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির অধীন পণ্য, কার্য ও ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে যথাক্রমে তফসিল-১৪ এর গ, ঘ, ঙ, চ, ছ এবং জ অংশে প্রদত্ত ফ্লো চাটে উল্লিখিত প্রক্রিয়া এবং কার্যক্রম অনুসরণীয় হইবে।

অংশ-২

অভ্যন্তরীণ ক্রয়: সীমিত দরপত্র পদ্ধতি

৮০। সীমিত দরপত্র পদ্ধতির প্রয়োগ।—(১) নিম্নবর্ণিত পরিস্থিতে ক্রয়কারী সীমিত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া ক্রয়কার্য সম্পন্ন করিতে পারিবে, যথা:—

- (ক) যেসকল ক্ষেত্রে পণ্য, কার্য, ও ভৌতসেবা তাহাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে কেবল সীমিতসংখ্যক যোগাতাসম্পন্ন সম্ভাব্য ইকনোমিক অপারেটরের নিকট হইতে প্রাপ্তিসাধ্য (যথা—বিমান, রেল ইঞ্জিন, বিশেষায়িত চিকিৎসা সরঞ্জাম, গর্ভনিরোধক সামগ্ৰী, টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি, খাদ্যগুদাম, বন্দর, পোতাশ্রয়, ইত্যাদি); বা
- (খ) জরুরি প্রয়োজনে পণ্য, কার্য, বা ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত অভ্যন্তরীণ অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়া গ্রহণ বাস্তবসম্মত নহে বলিয়া প্রতীয়মান হইলে:

তবে শর্ত থাকে যে, যে পরিস্থিতির কারণে বর্ণিত জরুরি অবস্থার উভ্যে হইয়াছে, ক্রয়কারী কর্তৃক উহার পূর্বানুমান করা সম্ভব ছিল না অথবা ক্রয়কারীর দীর্ঘসূত্রতার কারণেও উহা সূচিত হয় নাই; বা

- (গ) যেসকল ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়হাস এবং খুচরা যন্ত্রাংশের মজুত সীমিতকরণের লক্ষ্যে সরকার নির্দিষ্ট কতিপয় ব্র্যান্ডের (যথা—কম্পিউটার, গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি, গবেষণার যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি) প্রিমিটিভেন্সংক্রান্ত নীতিমালা প্রবর্তন করিয়াছে; বা
- (ঘ) তফসিল-২-এ বর্ণিত মূল্যসীমা সাপেক্ষে, তালিকাভুক্ত সরবরাহকারী, ঠিকাদার বা সেবাপ্রদানকারীর এর নিকট পণ্য, কার্য বা তোতসেবা ক্রয়ের নিমিত্ত দরপত্র আহ্বান করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধিমালার অন্যান্য বিধিতে যাহাই কিছুই বর্ণিত হউক না কেনো, টেকসই সরকারি ক্রয়ের সামাজিক উপাদানের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণে একজন ক্রয়কারী পরিচালন খাতে তাহার বার্ষিক বাজেটের তফসিল-২-এ বর্ণিত পরিমাণের বিপরীতে, বিশেষায়িত ক্রয়ের ক্ষেত্র ব্যতিরেকে, ক্রয় কার্যক্রম কেবল অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান (Micro and small enterprise), নারী-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান (Women-owned enterprise) এবং নৃতন প্রতিষ্ঠানের (New enterprise) মধ্যে সীমিত রাখিবে এবং সেই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী কর্তৃক সম্ভাব্য দরদাতাগণের তালিকাভুক্তিকালে সামাজিক ক্রয় ক্যাটেগরি শিরোনামে পৃথক তালিকা সংরক্ষণ করিতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, সামাজিক সুরক্ষা ও স্থানীয় উন্নয়ন সম্পর্কিত উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রেও ক্রয়কারী সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির সাপেক্ষে সামাজিক ক্রয় ক্যাটেগরির মাধ্যমে সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ করিতে পারিবে; বা

- (ঙ) দেশীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯/৩১শে তার্দ, ১৩১৬ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত শিল্প/স্বস-৩/পার-১১/৮৮/২৫৫ নং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী কর্পোরেশন, রাষ্ট্রীয়ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/কারখানা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে সাব-কন্ট্রাকটিং ব্যবস্থাধীনের মাধ্যমে লিংকেজ স্থাপনপূর্বক খাতব, প্লাস্টিক, চীনামাটি প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ সংগ্রহের জন্য প্রণীত বিধিমালা ও জাতীয় শিল্পনীতি, ২০১০-এর নীতি ১৫.৪ এর (খ)-এর আলোকে প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ বা যন্ত্রপাতির চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে।

(২) সীমিত দরপত্র পদ্ধতির অধীনে উপবিধি (১)-এর দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঙ)-তে বর্ণিত ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো মূল্যসীমা প্রযোজ্য হইবে না এবং সম্ভাব্য সরবরাহকারী বা ঠিকাদার বা সেবাপ্রদানকারীকে দরপত্র দাখিলের জন্য আহ্বান জানাইতে হইবে এবং দফা (ঘ)-এর অধীন অভ্যন্তরীণ কার্যক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো দরপত্রদাতা কর্তৃক দাপ্তরিক প্রাকলিত মূল্য হইতে তফসিল ২-এ বর্ণিত শতকরা হারের অধিক কম বা অধিক বেশি দর উদ্ধৃত করা হইলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

উদাহরণ।—সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে অভ্যন্তরীণ কোনো কার্যক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র দলিলে প্রাকলিত মূল্য ১০০.০০ লক্ষ টাকা উল্লেখ করা হইলে, কোনো দরদাতা $\pm 5\%$ বা ৯৫.০০ লক্ষ টাকা হইতে ১০৫.০০ লক্ষ টাকা দরে দরপত্র দাখিল করিতে পারিবে। তবে দরদাতা ৯৫.০০ লক্ষ টাকা কম বা ১০৫.০০ লক্ষ টাকার বেশি দরে দরপত্র দাখিল করিলে তাহার দরপত্র বাতিল হইয়া যাইবে।

(৩) মূল্যায়িত সর্বনিম্ন দর যদি উপবিধি ১ এর দফা (ঘ) এ বর্ণিত মূল্যসীমার অধিক হয়, তাহা হইলে পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে উক্ত ক্ষেত্রে চুক্তিসম্পাদনের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) সীমিত দরপত্র পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) বর্ণিত পদ্ধতির অধীন কার্যসম্পাদন জামানত প্রদান বাধ্যতামূলক হইবে না, তবে দরপত্র জামানত এবং চুক্তির বিপরীতে অনুমিত রক্ষণযোগ্য অর্থকর্তনের বিষয়ে এই বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধিসমূহে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিতে হইবে।

৮১। সীমিত দরপত্র পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী।—(১) বিশেষায়িত পণ্য, কার্য, ও ভৌতসেবা ক্রয়ের প্রয়োজনে ক্রয়কারী যদি সরবরাহকারীর বা ঠিকাদারের বা সেবাপ্রদানকারীর সংখ্যালভ সম্পর্কে অবহিত থাকে, তাহা হইলে সরাসরি সম্ভাব্য সরবরাহকারীদের বা ঠিকাদারদের বা সেবাপ্রদানকারীদের নিকট হইতে দরপত্র আহ্বান করিতে পারিবে।

(২) বিধি ৬৮-এর অধীন ক্রয়কারী কর্তৃক সম্ভাব্য ইকনোমিক অপারেটরের হালনাগাদকৃত তালিকা সংরক্ষণ করা হইলে, সেইক্ষেত্রে বিধি ৮০-এর উপবিধি (১)-এর দফা (ঘ)-এর অধীন ক্রয়ের ক্ষেত্রে উক্ত তালিকাভুক্ত ইকনোমিক অপারেটরগণের নিকট হইতে দরপত্র আহ্বান করা যাইতে পারে।

(৩) উপবিধি (২)-এর আওতায় দরপত্র আহ্বান ছাড়াও প্রতিযোগিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রয়কারীর ওয়েবসাইটে, যদি থাকে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, স্থানীয় পত্রিকাতেও সংক্ষিপ্ত আকারে যুগপৎ বিজ্ঞাপন প্রদান করা যাইবে, যদি এইরূপ বিজ্ঞাপনের কারণে এই ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগের উদ্দেশ্য অর্থাৎ সময় ও অর্থ সাশ্রয়ের উদ্দেশ্য ব্যাহত না হয়।

(৪) সম্ভাব্য ইকনোমিক অপারেটরগণের হালনাগাদকৃত তালিকা সংরক্ষণ করে না এমন ক্রয়কারী অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্রয়কারী কর্তৃক সংরক্ষিত অথবা এতদুদ্দেশ্যে বিপিপিএ-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ইকনোমিক অপারেটরগণের তালিকা ব্যবহার করিতে পারিবে।

(৫) দরপত্র দাখিলের জন্য প্রদেয় সময় তফসিল-২ অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

(৬) বিধি ৮০-এর উপবিধি (১)-এর দফা (ঘ) এর অধীন কার্যক্রয়ের ক্ষেত্রে Activity Schedule-এর ভিত্তিতে প্রণীত থোক (Lump-sum) দরপত্র দলিল ব্যবহার করা যাইবে।

অংশ-৩

অভ্যন্তরীণ ক্রয়: দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি

৮২। দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের শর্ত।—(১) ক্রয়কারী, টার্ন কি চুক্তি বা বৃহদাকার জটিল প্রকৃতির প্ল্যান্ট স্থাপনসংক্রান্ত চুক্তির (যথা—প্রক্রিয়াকরণ স্থাপনা সরবরাহ, স্থাপন এবং চালুকরণ বা জটিল প্রকৃতির কার্য বা যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত চুক্তি, ইত্যাদি) ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(২) দুই পর্যায়বিশিষ্ট ক্রয়পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে, জটিল বলিতে যেসকল ক্রয়ের ক্ষেত্রে, দুটি পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির কারণে পূর্ব হইতেই পূর্ণাঙ্গ কারিগরি বিনির্দেশ নির্ধারণ করা ক্রয়কারীর সর্বোত্তম স্বার্থের অনুকূল নাও হইতে পারে বা বিকল্প কারিগরি সমাধান বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনা সত্ত্বেও, ক্রয়কারী তদবিষয়ে ওয়াকিবহাল না থাকায় পূর্ণাঙ্গ কারিগরি বিনির্দেশ প্রণয়নে ক্রয়কারীর সক্ষমতার অভাব রহিয়াছে তাহা বুৰাইবে।

৮৩। দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপদ্ধতি।—(১) প্রথম পর্যায়ে ক্রয়কারী মূল্য উল্লেখ ব্যতিরেকে একটি ধারণাগত ডিজাইনের বৃপ্রেখাসংবলিত কারিগরি প্রস্তাব দাখিলের আহ্বান জানাইয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিবে এবং উক্ত ধারণাগত ডিজাইনে সম্ভাব্য দরপত্রদাতাগণের জন্য যৌলিক কারিগরি তথ্য (যথ-প্রত্যাশিত কার্যসম্পাদনের উৎপাদন ক্ষমতাসংক্রান্ত শর্ত, কারিগরি বিনির্দেশের বৃপ্রেখা ও ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত বিষয়ের বাহ্যিক চিত্র, পরিচালনা ও আর্থিক বিষয়াদি, ইত্যাদি) সবিস্তারে উল্লেখ থাকিবে।

(২) উপবিধি (১)-এর অধীন বিজ্ঞাপনে কারিগরি প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণের মানদণ্ডের উল্লেখ করিতে হইবে, যাহার মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়েরও উল্লেখ থাকিবে—

(ক) দরপত্রদাতার ব্যবস্থাপনাগত এবং কারিগরি যোগ্যতা; এবং

(খ) সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারীর ক্রয়ের চাহিদা পূরণে দরপত্রদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত কারিগরি প্রস্তাবের কার্যকারিতা এবং ভবিষ্যৎ অভিযোজ্যতা (Adaptability)।

(৩) প্রথম পর্যায়ে দরপত্রদাতাগণ কর্তৃক দরপত্রের সহিত কোনো দরপত্র জামানত দাখিলের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) কারিগরি প্রস্তাব আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে, দরপত্রদাতাগণ ক্রয়কারীর চাহিদার শর্ত যথাযথভাবে পূরণপূর্বক পণ্য, কার্য, ও ভৌতসেবার কারিগরি মান, গুণাবলি, এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক কারিগরি প্রস্তাব দাখিল করিবে, এবং চুক্তিসম্পাদন ব্যবস্থাপনায় সহায়ক শর্তাবলি সম্পর্কে তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিবে।

(৫) প্রথম পর্যায়ে কারিগরি প্রস্তাব দাখিলের জন্য তফসিল-২-এ বর্ণিত ন্যূনতম সময় প্রদান করিতে হইবে।

৮৪। দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতিতে প্রথম পর্যায়ের মূল্যায়ন।—(১) মূল্যায়ন কমিটি প্রাপ্ত সকল কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন করিবে এবং বিধি ৮২-এর অধীন ক্রয়ের জটিল প্রকৃতি বিবেচনায়, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট দরপত্র মূল্যায়নে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে একটি কারিগরি সাব-কমিটি অথবা উপকারভেগী বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ক্রয়ের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট জ্ঞানের অধিকারী কারিগরি বিশেষজ্ঞগণের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) দরপত্রের শর্ত মোতাবেক দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দরপত্রের নির্ধারিত শর্তের আলোকে গ্রহণযোগ্য দরপত্র চিহ্নিত করিবার উদ্দেশ্যে দরপত্রসহ পর্যালোচনা করিবে, তবে অন্য যেসমস্ত দরপত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না, সেইসকল দরপত্র পরবর্তীকালে বিবেচনাযোগ্য হইবে না।

(৩) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি প্রয়োজনে সকল দরপত্রাতাগণের সহিত দরপত্র মূল্য ব্যতীত, প্রস্তাবিত অন্য যে-কোনো বিষয়ে পৃথকভাবে এবং গোপনীয়তার সহিত আলোচনা করিবে এবং প্রত্যেক দরপত্রাতা দরপত্রের গোপনীয়তা রক্ষা করিবে এবং অন্য কোনো দরপত্রাতাৰ নিকট কোনো গোপনীয় তথ্য বা পরিকল্পনা প্রকাশ করিবে না।

(৪) উপবিধি (৩)-এর অধীন আলোচনাতে মূল্যায়ন কমিটি প্রত্যেক গ্রহণযোগ্য দরপত্রাতার বরাবরে ঊহার কারিগরি প্রস্তাবে আবশ্যকীয় পরিবর্তনের রূপরেখাসংবলিত দরপত্র সমন্বয়সংক্রান্ত কার্যবিবরণী প্রেরণ করিবে, যাহা দ্বিতীয় পর্যায়ের দরপত্রে অন্তর্ভুক্ত করিবার ব্যাপারে ক্রয়কারী সম্মত হইয়াছে।

(৫) মূল্যায়ন কমিটির সকল সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট দরপত্রাতাগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত খসড়া দরপত্র সমন্বয়সংক্রান্ত কার্যবিবরণীসহ মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তফসিল-২-এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

(৬) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের কোনো বিষয়ে একমত না হইলে বিষয়টি সম্পর্কে বিধি ৪৭-এর বিধান মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৮৫। দুই পর্যায়বিশিষ্ট পদ্ধতিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল্যায়নে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী।—(১) দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যধারা শুরু করিবার পূর্বে ক্রয়কারী সম্মত নৃতন কারিগরি পরিধির আলোকে দরপত্র সংশোধনপূর্বক দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য দরপত্র মূল্যায়নের নির্ণয়কসমূহ স্থির করিবে।

(২) স্বচ্ছতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকার (Intellectual property rights) সহিত সংগতি রক্ষাকল্পে দ্বিতীয় পর্যায়ে দরপত্র দলিল সংশোধনের সময় প্রথম পর্যায়ে প্রদত্ত দরপত্রাতাগণের কারিগরি প্রস্তাবের গোপনীয়তা রক্ষা করিতে হইবে।

(৩) প্রথম পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য সকল দরপত্রাতাকে দ্বিতীয় পর্যায়ের দরপত্র দলিল ও দরপত্র সমন্বয়সংক্রান্ত প্রতিটি কার্যবিবরণীর শর্তানুসারে, তফসিল-২-এ বর্ণিত ন্যূনতম সময় প্রদানপূর্বক মূল্যসংবলিত সর্বোত্তম ও চূড়ান্ত দরপত্র (Best and final tenders) দাখিলের জন্য আহ্বান জানাইতে হইবে।

(৪) দ্বিতীয় পর্যায়ের দরপত্র প্রক্রিয়ায় দরপত্র দাখিল, উন্মুক্তকরণ, মূল্যায়ন এবং চুক্তিসম্পাদন প্রক্রিয়া উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় প্রক্রিয়ার অনুরূপ হইবে।

অংশ -৪

অভ্যন্তরীণ ক্রয়: এক খাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি

৮৬। এক খাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের শর্ত।—(১) বৃহদাকার প্ল্যান্ট স্থাপন বা কার্যসম্পাদন সংক্রান্ত চুক্তির (যথা—প্রক্রিয়াকরণ স্থাপনা সরবরাহ, স্থাপন এবং চালুকরণ, বা বৃহদাকার কার্য বা যোগাযোগ প্রযুক্তিসংক্রান্ত চুক্তি, ইত্যাদি) ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ কারিগরি বিনির্দেশ, কার্যের হিসাব-সংবলিত বিবরণ (Bill of Quantities) বা আবশ্যকীয় পণ্যের সরবরাহসংবলিত বিবরণ (Schedule of Requirement), ডিজাইন ইত্যাদিসহ পূর্ণাঙ্গ দরপত্র দলিল প্রণয়ন করিতে ক্রয়কারী সক্ষম হইলে তিনি আইনের ধারা ৩২-এর উপধারা (১)-এর দফা (গগ)-এর বিধান অনুসারে এক খাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পূর্বানুমোদন প্রাপ্ত করতে হইবে।

৮৭। এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী।—(১) ক্রয়কারী প্রত্যেক দরদাতাকে কারিগরি এবং আর্থিক প্রস্তাব যথাযথভাবে চিহ্নিত পৃথক পৃথক দুইটি খামে সিলগালা করিয়া অন্য একটি বিহিত্ত খামে স্থাপন ও উক্ত বিহিত্ত খাম পুনরায় সিলগালা করিয়া দরপত্র জমাদানের আহ্বান জানাইয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিবে।

(২) দরপত্রদাতাকে কারিগরি প্রস্তাবের সহিত বিজ্ঞাপনে বর্ণিত স্থির অঙ্কে (Rounded fixed amount) দরপত্র জামানত দাখিল করিবার জন্য আহ্বান জানাইতে হইবে।

(৩) বিধি ৭৮-এর উপবিধি (৪)-এর অধীন উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির জন্য প্রদেয় সময় এই বিধির অধীনে আলোচ্য দরপত্র পদ্ধতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

৮৮। এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি কারিগরি প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন।—(১) উন্মুক্তকরণ কমিটি বিধি ১১৭ প্রতিপালনপূর্বক প্রথমে কারিগরি প্রস্তাব দরপত্র দলিলে উল্লিখিত স্থানে ও সময়ে উন্মুক্ত করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন কারিগরি প্রস্তাব উন্মুক্তকরণের সময় উক্ত বিধির উপবিধি (৪)-এর দফা (চ)-এর উপদফা (ই), (ঈ) ও উপবিধি (৫) এবং তফসিল-৩ এর অংশ-ঘ-এর ক্রমিক নং (১৫), (১৬) ও (২৪) প্রযোজ্য হইবে না।

(২) বিধি ১১৮ অনুযায়ী দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দরপত্র দলিলে বর্ণিত শর্ত, কারিগরি যোগ্যতা ও নির্ণয়কসমূহের আলোকে কৃতকার্যতা বা অকৃতকার্যতার (Pass or Fail) ভিত্তিতে কারিগরি প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন করিবে।

(৩) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি প্রতিটি দরদাতার কারিগরি প্রস্তাব কারিগরি যোগ্যতার শর্তসমূহ পূরণ করে কি না উহা নিরূপণ করিবে এবং কারিগরি যোগ্যতার শর্তসমূহ পূরণ না করিলে উক্ত দরপত্র অগ্রহণযোগ্য (Non-responsive) বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৪) কারিগরি প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন সমাপ্ত হইবার পর উক্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত আর্থিক প্রস্তাবসমূহ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি একটি নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করিবে।

৮৯। এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতিতে আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন।—(১) ক্রয়কারী কার্যালয়ের প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের পর ক্রয়কারী কারিগরি মূল্যায়নে কৃতকার্য দরদাতাদেরকে আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণের স্থান, তারিখ ও সময় জানাইয়া প্রকাশ্যে উন্মুক্তকরণ সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ করিবে।

(২) দরপত্র উন্মুক্তকরণ সভায় দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কারিগরি মূল্যায়নে কৃতকার্য সকল দরদাতার আর্থিক প্রস্তাব বিধি ১১৭ অনুযায়ী উন্মুক্ত করিবে।

(৩) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি বিধি ১১৮ অনুযায়ী আর্থিক প্রস্তাব মূল্যায়নপূর্বক সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরদাতা নির্বাচন করিবে।

(৪) ক্রয়কারী কৃতকার্য দরপত্রদাতার সহিত চুক্তি স্বাক্ষরের পর কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়নের অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত দরপত্রদাতাগণের অগ্রহণযোগ্য হইবার বিষয়টি অবহিত করিবে এবং আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্ত না করিয়া ফেরত দিবে।

অংশ-৫

অভ্যন্তরীণ ক্রয়: কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি

৯০। কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি, শর্তাবলি, ইত্যাদি।—(১) ক্রয়কারী বাজারে বিদ্যমান প্রমিত মানের স্বল্পমূল্যের সহজলভ্য পণ্য, সাধারণ কার্য ও ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে তফসিল-২-এ উন্নয়ন এবং পরিচালন বাজেটের জন্য পৃথকভাবে নির্দিষ্টকৃত মূল্যসীমা অতিক্রম না করা সাপেক্ষে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(২) অপপ্রয়োগ রোধ নিশ্চিতকল্পে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি প্রয়োগ যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

(৩) বিধি ২৫(১২)-এর অধীন অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট ক্রয়ের জন্য কোটেশন পদ্ধতি নির্ধারিত না থাকিলে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকৃত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার লিখিত অনুমোদন আবশ্যক হইবে।

(৪) কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি প্রয়োগের যথার্থতা নিরূপণে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনা করিতে হইবে—

(ক) দরপত্র কার্যক্রমে অধিকতর প্রতিযোগিতা পরিহার বা কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি প্রয়োগে ক্রয়ের জন্য সম্ভাব্য বৃহদাকার চুক্তিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগ করা যাইবে না;

(খ) কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতির মাধ্যমে কোনো ক্রয়ের ক্ষেত্রে জটিল দলিলপত্র সম্পাদন বা সাধারণ দরপত্র পক্ষতিতে ব্যবহৃত আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হইবে না।

(৫) স্বল্পমূল্যের সাধারণ কার্য বা ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিতভাবে কোটেশন দাখিলের অনুরোধ জ্ঞাপন করা যাইবে—

(ক) যুক্তিসংগতভাবে সঠিক ক্রয়ের পরিমাণ প্রাক্কলন করা সম্ভব হইলে একক হারের (Unit rate) ভিত্তিতে দর উন্নতকরণ; বা

(খ) যুক্তিসংগতভাবে ক্রয়ের পরিমাণ অগ্রিম নিরূপণ বা পূর্বানুমান করা সম্ভব না হইলে ব্যয় ও পারিশ্রমিক (Cost plus fee) একত্রে যোগ করিয়া মূল্য উন্নতকরণ; বা

(গ) স্বল্পমূল্যের কার্য বা ভৌতসেবা মূল্যের সঠিক প্রাক্কলন করা গেলে থোক মূল্য উন্নতকরণ।

(৬) ক্রয়কারী, রক্ষণাবেক্ষণ বা জরুরি মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যগ্রহণের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে পারিবে:

- (ক) এই পদ্ধতির জন্য নির্ধারিত মূল্যসীমা অতিক্রম না করা সাপেক্ষে, জন-উপযোগমূলক সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ওয়ার্কশপের রক্ষণাবেক্ষণ বা জরুরি মেরামত কাজের জন্য (যথা—বাস, রেল ইঞ্জিন, মালবাহী বা যাত্রীবাহী রেলবগি, ফেরি, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বা স্থাপনা, টেলিযোগাযোগ স্থাপনা, গ্যাস স্থাপনা, পানি স্থাপনা, ইত্যাদি) ক্রয়কারী কর্তৃক কোনো খুচরা যন্ত্রাংশ অথবা সংশ্লিষ্ট সেবাক্রয়; বা
- (খ) তফসিল-২-এ বর্ণিত মূল্যসীমা অতিক্রম না করা সাপেক্ষে জাতীয় পতাকাবাহী বাহনের রক্ষণাবেক্ষণ ও জরুরি মেরামত কাজের জন্য পণ্যক্রয়; বা
- (গ) এই পদ্ধতির জন্য নির্ধারিত মূল্যসীমা অতিক্রম না করা সাপেক্ষে, সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎপাদন কারখানা (যথা—সার, রাসায়নিক, ইস্পাত ও প্রকৌশল, সিমেন্ট, পেট্রোলিয়াম, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ইত্যাদি) নিজস্ব ওয়ার্কশপে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎপাদন কারখানার রক্ষণাবেক্ষণ বা জরুরি মেরামত কাজের জন্য কোনো খুচরা যন্ত্রাংশ বা সংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয়।

১১। কোটেশন পদ্ধতির ক্ষেত্রে আবশ্যিক তথ্য, দলিলাদি, ইত্যাদি—(১) কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পত্রে, পণ্য বা স্বল্পমূল্যের সাধারণ কার্য বা ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়কারীর সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনের বিবরণ যেমন—মান, সংখ্যা অথবা পণ্যের পরিমাণ, ভৌতসেবার পরিসর এবং উহার মেয়াদ, সরবরাহ বা কার্য বা সেবাসম্পাদনের সময়, মূল্য পরিশোধের শর্তাবলি এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়াদিসহ পণ্যের চালান পদ্ধতি (Invoicing procedures) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ এবং অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) দরপত্রদাতাগণকে যোগ্যতার সমর্থনে বৈধ ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর শনাক্তকরণ নম্বর (TIN), ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণাদি এবং আর্থিক সচ্ছলতার সমর্থনে ব্যাংকের সনদপত্র দাখিল করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইবে।

(৩) দরপত্রদাতাগণকে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির ক্ষেত্রে যেই পদ্ধতিতে মূল্য উন্মুক্ত করা হয়, সেই একই পদ্ধতিতে মূল্য বা দর উন্মুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতে হইবে।

(৪) পণ্য বা স্বল্পমূল্যের সাধারণ কার্য বা ভৌতসেবা ক্রয়ের ধরন ও মূল্য বিবেচনায় কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পত্রে উহা যে নির্ণয়কের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হইবে উহার উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৫) কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতির জন্য ক্রয়কারী বিপিপিএ নির্ধারিত আদর্শ দলিল ব্যবহার করিবে।

(৬) কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে দরপত্র জামানত বা কার্যসম্পাদন জামানতের প্রয়োজন হইবে না।

৯২। কোটেশন আহানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী।—(১) ক্রয়কারী পত্র বা ইলেকট্রনিক মেইলের মাধ্যমে সরবরাহকারীদের নিকট হইতে কোটেশন আহান করিবে এবং উহাতে কোটেশন দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমার উল্লেখ থাকিবে।

(২) কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপনের বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রকাশের প্রয়োজন নাই, তবে ন্যূনতম প্রচারের লক্ষ্যে ক্রয়কারীর নোটিশ বোর্ডসহ উহার ওয়েবসাইটে, যদি থাকে, উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইবে এবং ক্রয়কারীর নিকটবর্তী অন্য ক্রয়কারীর প্রশাসন শাখার নিকট, প্রচারের অনুরোধপূর্বক, প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন দলিলের জন্য কোনো মূল্য আদায় করা যাইবে না।

(৪) তফসিল-২-এ বর্ণিত সময়সীমাসাপেক্ষে কোটেশন দাখিলের জন্য প্রদত্ত সময় যথাসম্ভব কর্ম বা যুক্তিসংগত হইবে।

(৫) ক্রয়কারী সংশ্লিষ্ট পণ্য বা কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে উহার সুনির্দিষ্ট চাহিদা বিবেচনার পাশাপাশি দরপত্রদাতাগণের সুনাম এবং যোগ্যতা বিবেচনাপূর্বক সর্তকতার সহিত দরপত্রদাতা নির্বাচন করিয়া কোটেশন দাখিলের আহান জানাইবে।

(৬) ক্রয়কারী যথাসম্ভব সর্বোচ্চসংখ্যক দরদাতার নিকট হইতে কোটেশন আহান করিবে এবং দরপত্রদাতাগণ কর্তৃক উদ্ভৃত দরের প্রতিযোগিতামূলক ভিত্তি নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে কমপক্ষে ৩(তিনি) টি রেসপনসিভ কোটেশন আবশ্যিক হইবে।

(৭) সন্তোষজনকসংখ্যক গ্রহণযোগ্য কোটেশন না পাওয়ার ঝুঁকি হাসের লক্ষ্যে ক্রয়কারী সম্ভাব্য দরপত্রদাতাগণ কোটেশন দাখিল করিবে কি করিবে না, সেই সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া কোটেশন দাখিল করিবে না এইরূপ দরপত্রদাতাগণের স্থলে অন্য দরপত্রদাতাগণকে কোটেশন দাখিলের অনুরোধ জ্ঞাপন করিবে।

(৮) যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভাব্য দরপত্রদাতাগণ উত্তমরূপে কার্যসম্পাদন এবং সামৃদ্ধী দর নিশ্চিত করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সকল সম্ভাব্য দরপত্রদাতার প্রতি সম আচরণ নিশ্চিত করা এবং সরবরাহের উৎস সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ক্রয়কারী ইহা নিশ্চিত করিবে যে, একই দরপত্রদাতার নিকট হইতে সর্বদা কোটেশন আহান করা হইবে না।

(৯) বাংলাদেশে বসবাসকারী এবং বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে নিবন্ধিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যেই এবং বাংলাদেশেই একাধিক উৎস হইতে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে প্রাপ্তিসাধ্য (স্থানীয়ভাবে বা বিদেশে উৎপাদিত) এইরূপ পণ্য বা সম্পাদনযোগ্য সাধারণ কার্য বা ভৌতসেবা ক্রয়ের মধ্যে সাধারণত এই কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি সীমিত থাকিবে।

৯৩। কোটেশন দাখিল পদ্ধতি।—(১) দরপত্রদাতা একটি সিলগালা করা খামের উপরিঅংশে সুস্পষ্টভাবে ‘কোটেশন’ শব্দটি লিপিবদ্ধ করিয়া অথবা ইলেকট্রনিক মেইলের মাধ্যমে কোটেশন দাখিল করিতে পারিবে।

(২) ক্রয়কারী বৰ্ক খামে বা অন্যভাবে প্রাপ্ত সকল কোটেশন গ্রহণের সময় ও তারিখ উল্লেখপূর্বক সিলমোহর প্রদান করিয়া গ্রহণ করিবে এবং প্রাপ্ত কোটেশনসমূহ উন্মুক্ত না করিয়া নির্ধারিত তারিখে উহা মূল্যায়নের জন্য দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভাপতির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) যদি ক্রয়কারী কোটেশন দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমপক্ষে ৩ (তিনি) টি কোটেশন প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে অন্যান্য দরপত্রদাতা যাহাদের বরাবরে কোটেশন দাখিলের জন্য অনুরোধপত্র প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহারা কোটেশন দাখিলে আগ্রহী কি-না, এবং আগ্রহী হইলে, কত শীঘ্ৰ দাখিল করিতে পারিবে তাহা ক্রয়কারী যাচাই করিবে।

(৪) অতিজরুরি বলিয়া বিবেচিত না হইলে বা ইতোমধ্যে তিনি বা ততোধিক কোটেশন প্রাপ্ত না হইলে, ক্রয়কারী অন্যান্য দরপত্রদাতাকে কোটেশন দাখিলের জন্য যুক্তিসংগত অতিরিক্ত সময় প্রদান করিতে পারিবে, এবং উক্ত অতিরিক্ত সময় অতিক্রান্ত হইবার পর কমপক্ষে ৩ (তিনি) টি কোটেশন পাওয়া গেলে প্রাপ্ত কোটেশনসমূহ মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৯৪। **কোটেশন মূল্যায়ন এবং ক্রয়দেশ বা কার্যাদেশ প্রদান।**—(১) সিলগালা করা খামে বা অন্যভাবে প্রাপ্ত সকল কোটেশন উহা দাখিলের জন্য সর্বশেষ সময়সীমার পর ঐ তারিখেই দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি বিধি ১১৮-এর বিধান অনুসারে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করিবে।

(২) কোটেশন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কোটেশন প্রদানের অনুরোধজ্ঞাপনপত্রে বর্ণিত শর্তাদি পূরণ হইয়াছে কি-না কেবল তাহা পরীক্ষা করিতে হইবে এবং উক্তরূপে মূল্যায়িত সর্বনিয় কোটেশনদাতাকে কার্যাদেশ প্রদানের জন্য নির্বাচিত করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে, কারিগরি, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি সর্বনিয় দর দাখিল করে নাই, এইরূপ কোনো দরপত্রদাতাকে কার্যাদেশ প্রদানের জন্য সুপারিশ করিতে পারিবে।

(৩) বিলম্বে সরবরাহের কারণে ক্রয়কারী ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে দুট সরবরাহ অথবা অবিলম্বে প্রাপ্যতার স্বার্থে সামান্য মাত্রায় উচ্চতর মূল্য যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দুট সরবরাহের বিষয়টি অনুকূল বিবেচনা লাভ করিবে মর্মে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপনপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৪) ক্রয়দেশ বা কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ প্রণয়নের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিবেচনা বিচক্ষণতার সহিত প্রয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া মূল্যায়ন প্রতিবেদন হইতে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইতে হইবে।

(৫) পণ্যের ক্ষেত্রে কৃতকার্য দরপত্রদাতাকে ক্রয়দেশ প্রেরণ করিতে হইবে এবং কার্য ও ভৌতসেবার ক্ষেত্রে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের জন্য কৃতকার্য দরপত্রদাতাকে আমন্ত্রণ জানাইতে হইবে।

(৬) কৃতকার্য দরপত্রদাতা ক্রয়দেশ বা কার্যাদেশ প্রাপ্তির বিষয়টি লিখিতভাবে ক্রয়কারী নিশ্চিত করিবে।

(৭) কমপক্ষে ৩ (তিনি) টি গ্রহণযোগ্য কোটেশন না পাওয়া গেলে ক্রয়কারী কোটেশনসমূহ বাতিল বা সরাসরি ক্রয়সহ অন্য কোনো পক্ষতি প্রয়োগ করিয়া সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্য সম্পাদনের সুপারিশ ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের নিকট পেশ করিবে।

(৮) সকল দরপত্রদাতার নামের তালিকা, মূল্যসহ প্রাপ্ত কোটেশনের তালিকা এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিধি ৬০ অনুসারে ক্রয়কার্য পরিচালনাসংক্রান্ত রেকর্ডের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

অংশ-৬

অভ্যন্তরীণ ক্রয়: বিপরীত নিলাম পদ্ধতি

৯৫। **বিপরীত নিলাম পদ্ধতির প্রয়োগ।**—(১) তফসিল-২-এ বর্ণিত মূল্যসীমার মধ্যে যেসমস্ত প্রমিত পণ্য ক্রয়ে সুস্পষ্টরূপে কারিগরি বিনির্দেশ প্রণয়ন করা ক্রয়কারীর জন্য সন্তুষ্টির হইবে, সেইসকল ক্ষেত্রে কেবল ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতিতে বিপরীত নিলাম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইবে।

(২) বিপরীত নিলাম পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) বিপরীত নিলাম পদ্ধতিতে দাখিলকৃত দরপ্রস্তাব সর্বদা উন্মুক্ত থাকিবে এবং নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত দরদাতাগণ তাহাদের দরপ্রস্তাব দাখিল করিতে পারিবে ও প্রয়োজনে একাধিকবার দরপ্রস্তাব পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৪) বিপরীত নিলাম পদ্ধতির মাধ্যমে কোনো ক্রয়ের ক্ষেত্রে জটিল চুক্তিপত্র সম্পাদন বা সাধারণ দরপত্র পদ্ধতিতে ব্যবহৃত আনুষ্ঠানিকতার পরিবর্তে ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতিতে ক্রয় ও চুক্তিব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদিত হইবে।

৯৬। **বিপরীত নিলাম পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী।**—(১) ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতিতে নিবন্ধিত সরবরাহকারীদের নিকট হইতে পণ্য ক্রয়ের নিমিত্ত বিপরীত নিলাম পদ্ধতিতে মূল্যপ্রস্তাব আহ্বান করা যাইতে পারে।

(২) ক্রয়কারী নির্দিষ্ট ক্রয়প্রক্রিয়ায় কেবল দরদাতার প্রাথমিক যোগ্যতা (Eligibility), পণ্যের উপযোগিতা (Fitness for purpose) ও দরদাতাগণের চূড়ান্ত প্রস্তাবমূল্যের ভিত্তিতে কৃতকার্য দরদাতা নির্বাচন করিতে পারে।

(৩) এই বিধিমালার অধীন অপরাপর প্রতিযোগিতামূলক ক্রয়পদ্ধতি অপেক্ষা বিপরীত নিলাম পদ্ধতিতে দরদাতাগণের জন্য প্রযোজ্য দরপ্রস্তাব প্রস্তুতি ও দাখিলকাল তুলনামূলক কম হইবে, তবে তাহা কোনো অবস্থাতেই ২৪ ঘণ্টার কম হইবে না।

(৪) সন্তাব্য দরপত্রদাতাগণকে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির বা কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিতে দর উন্মুক্ত করা হয়, সেই একই পদ্ধতিতে দর উন্মুক্ত করিবার জন্য আহ্বান জানাইতে হইবে।

(৫) বিপরীত নিলাম প্রক্রিয়া সফলভাবে নিষ্পন্ন করিতে, সীমাবদ্ধকর বিনির্দেশ বা নির্ণয়ক নির্ধারণের বিষয়টি প্রতিভাত না হইলে, বাজার মূল্যের সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া বা প্রাক্তিক ব্যয়ের মধ্যে একটি গ্রহণযোগ্য দরপ্রস্তাবই যথেষ্ট হইবে।

(৬) বিপরীত নিলাম পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে দরপত্র দলিলের জন্য কোনো মূল্য আদায় করা যাইবে না এবং দরপত্র জামানত বা কার্যসম্পাদন জামানতেরও প্রয়োজন হইবে না।

(৭) মূল্যায়নাত্তে সর্বনিম্ন মূল্যে গ্রহণযোগ্য দরপ্রস্তাব দাখিলকারী ব্যক্তিকেই ক্রয়দেশ প্রদানের জন্য সুপারিশ করিতে হইবে।

অংশ-৭

অভ্যন্তরীণ ক্রয়: সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি

৯৭। সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি।—(১) ক্রয়কারী, প্রতিযোগিতামূলক ক্রয় পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যতিরেকে, সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া একটি উৎস হইতে পণ্য, কার্য বা ভৌতসেবা ক্রয় করিতে পারিবে, তবে কোনো অবস্থাতেই অবাধ প্রতিযোগিতা এড়াইবার বা কোনো নিদিষ্ট ব্যক্তি, সরবরাহকারী, ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি বা আনুকূল্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইবে না।

(২) সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে অবাধ প্রতিযোগিতার সুফল পাওয়া যায় না বা স্বচ্ছতার অভাব থাকে বা অগ্রহণযোগ্য এবং প্রতারামূলক তৎপরতাকে উৎসাহিত করা হইতে পারে বিধায় ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান এই পদ্ধতির প্রয়োগ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবে।

(৩) এই বিধিমালায় বর্ণিত পরিস্থিতিতেই যেন এই পদ্ধতির প্রয়োগ সীমিত থাকে এবং ইহার কোনো অপব্যবহার না হয়, তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

৯৮। সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির ধরন।—(১) প্রসঙ্গের পরিপন্থি না হওয়া সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত যে-কোনো ক্ষেত্রে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে—

- (ক) সরাসরি চুক্তি (Direct contracting);
- (খ) নগদ ক্রয় (Cash purchase); এবং
- (গ) ফোর্স অ্যাকাউন্ট (Force account)।

(২) এই বিধি অনুসরণে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী উহার প্রয়োজনীয়তা, মান, পরিমাণ, এবং সরবরাহের সময় ও শর্তাদির বিস্তারিত বর্ণনা প্রণয়ন করিবে।

(৩) ক্রয়কারী প্রথমে সরাসরি দরপত্রাতার নিকট হইতে মূল্যসংবলিত প্রস্তাব (Priced offer) আহান করিবে এবং মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে প্রস্তাবের কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়সাপেক্ষে একমাত্র দরপত্রাতার সহিত নেগোসিয়েশনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৪) সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো বিজ্ঞাপন প্রকাশের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র জামানতের প্রয়োজন নাই, তবে ইকনোমিক অপারেটরের নিকট হইতে, বিধি ৩৬-এর উপবিধি (৮) এবং বিধি ১০০ ও ১০১-এর অধীন ক্রয়ের ক্ষেত্র ব্যতীত, কার্যসম্পাদন জামানত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৬) বিধি ১০০ এবং ১০১-এর অধীন ক্রয় ব্যতিরেকে, সরাসরি চুক্তির (Direct contracting) ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তিস্বাক্ষর করিতে হইবে।

৯৯। সরাসরি চুক্তির প্রয়োগ।—(১) নিম্নবর্ণিত যে-কোনো শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে, ক্রয়কারী কেবল একজন সরবরাহকারী বা ঠিকাদার বা সেবাপ্রদানকারীকে দরপত্র দাখিলের জন্য আহান জানাইতে পারিবে:

- (ক) যদি পেটেন্ট, ব্যবসায়িক গোপনীয়তা এবং একক স্বত্ত্বাধিকারের (Copyrights) কারণে একই ধরনের পণ্য প্রস্তুতকরণে অন্যদের নিবৃত্ত রাখা হয়, সেইক্ষেত্রে একক স্বত্ত্বাধিকারভুক্ত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা কেবল একক স্বত্ত্বাধিকারীর নিকট হইতেই ক্রয়ের ক্ষেত্রে; বা
- (খ) কোনো নির্দিষ্ট উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী বা পরিবেশকের প্রকল্পের কার্যসম্পাদনের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে চুক্তির শর্তানুযায়ী উক্ত উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী বা পরিবেশকের নিকট হইতে জটিল ধরনের প্ল্যাটের গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ ক্রয় করিতে হইবে মর্মে কোনো পূর্বশর্ত থাকিলে; বা
- (গ) যেসকল পণ্য কোনো একক ডিলার বা উৎপাদনকারী কর্তৃক বিক্রয় করা হয় এবং যাহার এমন কোনো সাবডিলার নাই যাহারা নিয়ন্ত্রণ মূল্যে উক্ত পণ্য বিক্রয় করিতে পারে, বা অধিকতর সুবিধাজনক শর্তে উহার উপযুক্ত কোনো বিকল্প পণ্য প্রাপ্তির সুযোগ নাই; বা
- (ঘ) সরকার কর্তৃক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের কারণে যেইসমস্ত পণ্য ক্রয়ে প্রতিযোগিতামূলক মূল্য পাওয়ার সুযোগ থাকে না, সেইসমস্ত পণ্য (যেমন: জালানি, সার, ইত্যাদি) ক্রয়ের ক্ষেত্রে; বা
- (ঙ) উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন যন্ত্রপাতি বা প্ল্যান্ট ক্রয়ে ওয়্যারেন্টি পিরিয়ড উত্তীর্ণ হইবার পর সরাসরি উৎপাদনকারী অথবা তাহার দ্বারা স্থীকৃত একক আমদানিকারক বা ডিলারের সহিত রক্ষণাবেক্ষণ সেবাক্রয় করিবার ক্ষেত্রে;
- (চ) ক্রয়ের সময়ে বলবৎ যুক্তিসংগত বাজারমূল্যে পচনশীল পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে (যেমন: তাজাফল, সবজি এবং অনুরূপ পণ্য); বা
- (ছ) ব্যতিক্রমী সুবিধাজনক শর্তে পণ্য ক্রয়, যদি উক্ত পণ্য সম্পত্তি উৎপাদিত, অব্যবহৃত এবং উৎপাদনকারীর গ্যারান্টিযুক্ত হয়; বা
- (জ) কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে কৃষকদের নিকট হইতে সরাসরি কৃষিপণ্য এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ক্রয় করা হইলে; বা
- (ঝ) বিশেষ ক্ষেত্রে, সরকারি মালিকানাধীন শিল্পকারখানায় সংযোজিত বা উৎপাদিত পণ্যক্রয় করা হইলে অথবা কোনো সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জনবলের ব্যবস্থাপনায় প্রদত্ত কোনো ভৌতসেবা ক্রয়ে; বা
- (ঝঁ) কোনো সরকারি বা বিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত বিনির্দেশ অনুসারে স্থানীয় ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠান হইতে কোনো বিশেষায়িত পণ্যক্রয় করা হইলে; বা
- (ঁ) বিদ্যমান সরঞ্জামাদির খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের ক্ষেত্রে, সরবরাহকারীর পরিবর্তনের ফলে যদি সংগৃহীতব্য বা প্রাপ্তব্য খুচরা যন্ত্রাংশ বা সেবা, বিদ্যমান স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি, যন্ত্রাংশ বা সেবার ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপনযোগ্য না হয়; বা

- (ঠ) প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা হইতে উভূত কোনো জরুরি পরিস্থিতি বা অনুরূপ সংকট মোকাবিলায় অথবা রাষ্ট্রীয়ভাবে গুরুতর কোনো বিষয় নিষ্পত্তিতে বা ইভেন্টের প্রয়োজনে তফসিল-২-এ বর্ণিত মূল্যসীমার মধ্যে পণ্য, কার্য এবং ভৌতসেবা ক্রয় করা হইলে; বা
- (ড) তফসিল-২-এ বর্ণিত মূল্যসীমা অতিক্রম না করা সাপেক্ষে, অতিজরুরি বা প্রয়োজনীয় পণ্য, কার্য বা ভৌতসেবা ক্রয়।

(২) সরকার, আইনের ধারা ৬৮ অনুসারে, জরুরি প্রয়োজনে তফসিল-২-এ উপবিধি (১)-এর দফা (ঠ) ও (ড)-এর বিপরীতে বর্ণিত মূল্যসীমার উর্ধ্বের ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশক্রমে, সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া ক্রয়কার্য সম্পন্ন করিতে পারিবে।

(৩) দায়িত্ব নিরসনের লক্ষ্যসংবলিত অনুমোদিত প্রকল্পের প্রকল্প দলিলে বা কর্মসূচিতে অথবা অন্য কোনো অনুমোদিত প্রকল্প দলিল বা কর্মসূচিতে, সংস্থান থাকা সাপেক্ষে, প্রকল্পের বা কর্মসূচির পরিচালন ম্যানুয়াল (Operational manual) অনুসরণক্রমে প্রকল্পের বা কর্মসূচির সুবিধাভোগী সংগঠন, ভূমিহীন জনগোষ্ঠী অথবা গ্রামীণ সংগঠনের সহিত ক্রয়কারী সরাসরি চুক্তিসম্পাদন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি উক্ত ম্যানুয়াল অনুসরণে ক্ষুদ্রকার্য, আনুষঙ্গিক মালামাল অথবা সরাসরি শ্রমক্রয় করিবে।

(৪) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ (জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি, শ্রমচুক্তি সমিতি, ক্ষিম বাস্তবায়ন কমিটি বা অন্য কোনো কমিটি, উহা যে নামে অভিহিত করা হউক না কেন, এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশিকায় বর্ণিত আর্থিক সীমা ও পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক কোনো প্রকল্পের জন্য ক্ষুদ্রকার্য, পণ্য এবং সরাসরি শ্রমক্রয় করিতে পারিবে।

(৫) ভৌতসেবা প্রদানকারীর সহিত সম্পাদিত চুক্তির অধীনে সেবাসম্পাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষাকল্পে, সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে বৎসরভিত্তিক বা তদপেক্ষা স্বল্পতর সময়ের জন্য উক্ত সেবাসম্পাদনের পরিসর বৃদ্ধি করা যাইবে, যদি প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে উক্ত সেবাপ্রদানকারীর সহিত প্রথমবার চুক্তিসম্পাদন করা হইয়া থাকে এবং ইতঃপূর্বে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী প্রদত্ত সেবা সন্তোষজনকভাবে প্রতিপালিত হয়।

১০০। নগদ ক্রয়।—(১) ক্রয়কারী, তফসিল-২-এ বর্ণিত মূল্য ও বাংসরিক মোট ব্যয়সীমার মধ্যে স্বল্প মূল্যের পণ্য এবং জরুরি ও আবশ্যিকীয় কার্য, সেবা (যেমন—রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, পরিবহণ এবং অন্যান্য সেবা, ইত্যাদি), বরাদ্দ বিভাজন অনুমোদনসাপেক্ষে, সরাসরি ক্রয় করিতে পারিবে এবং এইক্ষেত্রে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন প্রয়োজন হইবে না।

(২) ক্রয়কারী, ক্রয়ের প্রকৃতি বিবেচনায়, কোনো কর্মকর্তা বা, তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে গঠিত অনধিক ৩ (তিনি) সদস্যবিশিষ্ট ক্রয় কমিটির মাধ্যমে এই ধারার অধীন কোনো ক্রয়কার্য সম্পন্ন করিতে পারিবে।

(৩) উপবিধি (১)-এর অধীন ক্রয়ের ক্ষেত্রে নগদ বা চেকের মাধ্যমে মূল্যপরিশোধ করা যাইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে কোনো ক্রয় আদেশ বা চুক্তিস্বাক্ষর করা আবশ্যিক হইবে না।

১০১। ফোর্স অ্যাকাউন্টের প্রয়োগ।—(১) তফসিল-২-এ বর্ণিত মূল্যসীমার মধ্যে ব্যয়সীমিত থাকা এবং বরাদ্দ বিভাজন অনুমোদনসাপেক্ষে, বিভাগীয় প্রয়োজনে মজুরির বিনিময়ে সরাসরি শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে ফোর্স অ্যাকাউন্ট প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং নগদ ক্রয়ের ন্যায় এইক্ষেত্রেও ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন প্রয়োজন হইবে না।

(২) ফোর্স অ্যাকাউন্টের অধীন বিভাগীয় কার্যসম্পাদনের লক্ষ্যে উপকরণ ও যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং অতিরিক্ত সরঞ্জামাদি ভাড়া করিবার ক্ষেত্রে অন্যান্য ক্রয়পদ্ধতি যথা—কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি বা বিধি ৯৯-এর অধীন সরাসরি চুক্তি পদ্ধতি বা বিধি ১০০-এর অধীন নগদ ক্রয়ের ব্যবহার করা যাইতে পারে।

অংশ-৮

আন্তর্জাতিক ক্রয়

১০২। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের শর্তাবলি ও কার্যপ্রণালী।—(১) আইনের ধারা ৩০-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আন্তর্জাতিক দরপত্রের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত অতিরিক্ত শর্তাবলির প্রতিপালন নির্দিষ্ট করিতে হইবে:

(ক) দরপত্র দাখিলের জন্য সময়সীমা এমনভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে যাহাতে সম্ভাব্য সকল দরপত্রদাতার নিকট দরপত্র দাখিলের আহ্বান পৌছায় এবং তাহারা দরপত্র প্রস্তুত ও দাখিলের জন্য পর্যাপ্ত সময় পায় এবং পুনরায় দরপত্র আহ্বান করিবার ক্ষেত্রে তফসিল-২-এ বর্ণিত ন্যূনতম সময় পায়;

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, আইনের ধারা ৬৮-এ বর্ণিত রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজনে বা বিপর্যয়কর কোনো ঘটনা মোকাবিলার জন্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে, জনস্বার্থে, সরকার কর্তৃক গঠিত অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত মন্ত্রসভা কমিটির সুপারিশক্রমে, ক্রয়প্রক্রিয়ার সময়সীমা হাস করিতে পারিবে।

(খ) আন্তর্জাতিক মান বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বহুল ব্যবহৃত মানের ভিত্তিতে কারিগরি মাননির্ধারণ করিতে হইবে এবং উহা বাংলাদেশে ব্যবহৃত মানের সহিত সংগতিপূর্ণ হইতে হইবে;

(গ) বাংলাদেশি মান অনন্য (Unique) বলিয়া বিবেচিত হইলে অধিক প্রতিযোগিতা নির্দিষ্ট করিবার জন্য উক্ত মানের সহিত ‘অর্থবা সমতুল্য (Equivalent)’ শব্দগুলি যুক্ত করিতে হইবে।

(ঘ) দরপত্রদাতাগণকে দরপত্র, দরপত্র জামানত বা কার্যসম্পাদন জামানত যেসকল মুদ্রায় উক্ত করিবার অনুমতি প্রদান করা হইবে উহা দরপত্র দলিলে উল্লেখ করিতে হইবে এবং দরপত্রে উক্ত উক্ত মুদ্রা বা মুদ্রাসমূহ উল্লেখ করিয়া চুক্তিসম্পাদন ও চুক্তিমূল্য পরিশোধ করিতে হইবে;

(৬) আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিগণের বিপরীতে মূল্য সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে দেশীয় শিল্প অথবা পণ্য উৎপাদনের বিকাশে সহায়তা প্রদানের জন্য তফসিল-২-এ বর্ণিত হারে স্থানীয় উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী এবং টিকাদারগণের অনুকূলে স্থানীয় অগ্রাধিকার প্রদান করিবার বিষয়টি দরপত্র দলিলে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(৭) ক্ষেত্র বিশেষে, প্রযোজ্য ইনকোটার্মের (INCOTERM) প্রয়োগ উল্লেখ করিতে হইবে।

(৮) পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে, যদি ক্রয়কারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় অগ্রাধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন, তাহা হইলে উক্ত দরপত্রসমূহ নিম্নবর্ণিত গুপ্তে ভাগ করা হইবে:

(ক) গুপ্ত-ক: এক্স ওয়ার্কস মূল্যের ৩০%-এর অধিক শ্রম, কাঁচামাল ও উপকরণ বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে জোগান দেওয়ার ব্যবস্থা রাখিয়াছে, বাংলাদেশে উৎপাদিত এইরূপ পণ্যের বিক্রয়ের প্রস্তাবসংবলিত দরপত্র এবং যে কারখানায় উক্ত পণ্য উৎপাদিত হইবে, উহা যদি অন্ত দরপত্র দাখিলের তারিখ হইতে উক্ত পণ্য উৎপাদন বা সংযোজনে নিয়োজিত থাকে, তাহা হইলে সেইসকল দরপত্র এই গুপ্তে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(খ) গুপ্ত-খ: বিদেশী উৎস হইতে ক্রয়কারী কর্তৃক সরাসরি অথবা সরবরাহকারীর স্থানীয় প্রতিনিধি কর্তৃক সম্প্রতি আমদানি করা হইয়াছে বা আমদানি করা হইবে, এইরূপ পণ্য সরবরাহের প্রস্তাবসংবলিত দরপত্রসমূহ এই গুপ্তে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৯) কার্যক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি কোনো ক্রয়কারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কোনো আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির অধীন স্থানীয় অগ্রাধিকারের সংস্থান রাখা হইবে, তাহা হইলে স্থানীয় অগ্রাধিকারের সুবিধা প্রাপ্তিসাধ্য হইবার জন্য স্থানীয় দরপত্রদাতাগণকে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করিতে হইবে, যথা—

(ক) দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে নিবন্ধীকৃত হইতে হইবে;

(খ) উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মালিকানা বাংলাদেশি নাগরিকদের থাকিবে;

(গ) প্রতিশনাল সাম ব্যতীত, মোট চুক্তিমূল্যের ৩০% (শতকরা ত্রিশ ভাগ)-এর বেশি কোনো বিদেশি টিকাদারের অনুকূলে সাব কট্টাস্ট প্রদান করা যাইবে না;

(ঘ) দরপত্র দলিলে বর্ণিত স্থানীয় অগ্রাধিকারের সুবিধা প্রাপ্তির অন্যান্য শর্তপূরণ করিতে হইবে।

(১০) নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণসাপেক্ষে, বিধি ৭০-এর বিধান অনুসরণক্রমে গঠিত দেশীয় কোম্পানিসমূহের যৌথ উদ্যোগ স্থানীয় অগ্রাধিকারের যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে:

(ক) যৌথ উদ্যোগের প্রত্যেক অংশীদারকে বাংলাদেশে নিবন্ধীকৃত হইতে হইবে এবং উহার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মালিক বাংলাদেশি নাগরিক হইতে হইবে;

(খ) যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে গঠিত কোম্পানিকে বাংলাদেশে নিবন্ধীকৃত হইতে হইবে;

- (গ) প্রতিশনাল সাম ব্যতীত, উক্ত কোম্পানি মোট চুক্তিমূল্যের ৩০% (শতকরা ত্রিশ ভাগ)-এর বেশি কোনো বিদেশি ঠিকাদারের অনুকূলে সাব কন্ট্রাক্ট প্রদান করিতে পারিবে না; এবং
- (ঘ) উক্ত যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে গঠিত কোম্পানিকে দরপত্র দলিলে বর্ণিত স্থানীয় অগ্রাধিকারের সুবিধাপ্রাপ্তি সংক্রান্ত অন্যান্য শর্তাবলি পূরণ করিতে হইবে।

(৫) দেশীয় ও বৈদেশিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমষ্টিয়ে গঠিত কোনো যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় অংশীদারদের অংশ ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ)-এর নিম্নে হইলে, উক্ত যৌথ উদ্যোগ স্থানীয় অগ্রাধিকারের সুবিধাপ্রাপ্তির যোগ্য হইবে না।

(৬) কার্যক্রম সংক্রান্ত দরপত্রসমূহ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে:

- (ক) গ্রহণযোগ্য দরপত্রসমূহকে নিম্নরূপ গুপ্ত শ্রেণিভুক্ত করা হইবে:
- (অ) উপরিধি (৩) এবং (৪)-এ বর্ণিত শর্তাবলি পূরণকারী বাংলাদেশি দরপত্রদাতা এবং যৌথ উদ্যোগ গুপ্ত ‘ক’-এর অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং
- (আ) অন্য সকল দরপত্র গুপ্ত-খ-এর অন্তর্ভুক্ত হইবে।
- (খ) কেবল দরপত্রসমূহের মূল্যায়ন ও তুলনার উদ্দেশ্যে, গাণিতিক ভুল অথবা অন্যান্য অসংগতিসমূহের সমষ্টিয়ে সাধনের পর প্রতিশনাল সাম এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ দরপত্র মূল্যে কোনো অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকিলে উহা বাদ দিয়া, তবে বিধি ৭(৬) অনুযায়ী প্রদত্ত ডে ওয়ার্কস-এর মূল্যসহ গুপ্ত-খ-ভুক্ত দরপত্রসমূহের স্ব স্ব মূল্যায়িত দর, উপরিধি (১)(ঙ)-এর বিপরীতে তফসিল-২-এ বর্ণিত স্থানীয় অগ্রাধিকারের শতকরা হার প্রয়োগের মাধ্যম বৃক্ষি করিতে হইবে।
- (গ) গুপ্ত-ক বা খ-এর অন্তর্ভুক্ত কোনো দরপত্র সর্বনিম্ন হইলে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দর পরম্পরের বিপরীতে তুলনা করিতে হইবে এবং উক্ত সর্বনিম্ন দরপত্র কার্যাদেশের জন্য সুপারিশকৃত হইবে।

(৭) স্থানীয় অগ্রাধিকারসংক্রান্ত নীতিমালা ও নির্দেশনাসমূহ আদর্শ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র দলিলে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

(৮) সরকার কর্তৃক আহ্বানকৃত আন্তর্জাতিক দরপত্রে স্থানীয় ঠিকাদার অথবা বাংলাদেশি অংশীদারসহ যৌথ উদ্যোগে অংশগ্রহণ করিলে আন্তর্জাতিক দরদাতাগণের মত তাঁহারাও স্থানীয় এবং বৈদেশিক মুদ্রার সমষ্টিয়ে দরপত্র দাখিল করিতে পারিবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার বিপরীতে ব্যয়ের বিভাজন প্রদান করিতে হইবে।

(৯) আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী স্থানীয় সরবরাহকারীগণ বাংলাদেশে উৎপাদিত বা সংযোজিত পণ্য সরবরাহের প্রস্তাব দিলে দেশীয় শিল্পকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরদাতাগণের মতো তাঁহারাও স্থানীয় এবং বৈদেশিক মুদ্রার সমষ্টিয়ে দরপত্র দাখিল করিতে পারিবে।

(১০) উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির অধীন আন্তর্জাতিক ক্রয়ের ক্ষেত্রে তফসিল-১৪-এর ক অংশে প্রদত্ত ক্লো চাটে উল্লিখিত প্রক্রিয়া এবং কার্যক্রম অনুসরণীয় হইবে।

১০৩। দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের শর্তাদি।—(১) কোনো ক্রয়কারী কর্তৃক কার্যকর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগসম্পর্কিত বিধি ৭৯ এবং ১০২-এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(২) দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো ক্রয়কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন প্রদান, দরপত্রের মেয়াদ, কারিগরি বিনির্দেশ, মূল্য পরিশোধে প্রযোজ্য মুদ্রার ক্ষেত্রে ক্রয়কারী বিধি ৮৪-তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে, তবে সেইক্ষেত্রে স্থানীয় অগ্রাধিকারের বিধান প্রযোজ্য হইবে না, কারণ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোনো পদ্ধতির ক্ষেত্রে উহা প্রযোজ্য নহে।

(৩) বিধি ৬০ অনুসারে দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের কারণ নথিবদ্ধ করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৪) দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতির অধীন আন্তর্জাতিক ক্রয়ের ক্ষেত্রে তফসিল-১৪-তে প্রদত্ত ফ্লো চার্টে উল্লিখিত প্রক্রিয়া এবং কার্যক্রম অনুসরণীয় হইবে।

১০৪। আন্তর্জাতিক ক্রয়ে এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের শর্ত ও কার্যপ্রণালি।—(১) বিধি ৮৬-তে বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে যদি অভ্যন্তরীণ ক্রয়ের মাধ্যমে ক্রয়চাহিদা মেটানোর সুযোগ নাই বলিয়া প্রতীয়মান হইলে ক্রয়কারী আইনের ধারা ৩৪-এর উপধারা (১ক)-এর বিধান অনুসারে আন্তর্জাতিক ক্রয়ে এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) এই বিধির অধীনে আন্তর্জাতিক ক্রয়ে এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতির প্রয়োগ, দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ, উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়নের জন্য অনুসরণীয় প্রণালি হিসাবে বিধিমালার চতুর্থ অধ্যায়ের অংশ-৪-এ বর্ণিত এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রণালির অনুরূপ হইবে।

১০৫। আন্তর্জাতিক ক্রয়ে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি প্রয়োগের শর্তাবলি ও প্রক্রিয়া।—(১) ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের পূর্ব অনুমোদনক্রমে আইনের ধারা ৩৪(২) অনুসারে আন্তর্জাতিক বাজার হইতে বিভাজ্য পণ্যসামগ্রী অধিক পরিমাণে (in bulk) ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতির ব্যবহার করিতে হইবে।

(২) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে, বিভাজ্য পণ্য সামগ্রী অধিক পরিমাণে ক্রয় এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইবে, যথা:

- (ক) জরুরি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে, বিভাজ্য পণ্য সামগ্রী ক্রয় (যথা—খাদ্যশস্য, চিনি, সার, ভোজ্য তেল, জ্বালানি ও পশু খাদ্য) যাহার দর কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ ও চাহিদার ভিত্তিতে উঠা-নামা করে;
- (খ) প্রতিষ্ঠিত পণ্য-বাজারে উন্মুক্ত পণ্য সামগ্রী ক্রয়;
- (গ) অনুকূল বাজার পরিস্থিতির সুবিধা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, দীর্ঘকালব্যাপী সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে প্রতিটি ক্ষেত্রে আংশিক পরিমাণের জন্য কতিপয় কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে পণ্যসামগ্রী ক্রয়;

(৩) এই বিধির অধীনে পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি বিধিমালার চতুর্থ অধ্যায়ের অংশ-৫-এ বর্ণিত অভ্যন্তরীণ কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জাপন পদ্ধতির অনুরূপ এবং নিম্নরূপ হইবে:

- (ক) একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সম্ভাব্য সরবরাহকারীদের একটি তালিকা প্রণয়ন করিয়া উক্ত সরবরাহকারীদের নিকট হইতে সময় সময় কোনো নির্দিষ্ট পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য পর্যায়ক্রমিক কোটেশন আহ্বান করিতে হইবে;
- (খ) জাহাজিকরণের সময় বা উহার পূর্বে বিদ্যমান বাজারদরের ভিত্তিতে সরবরাহকারীদের নিকট হইতে দর আহ্বান করিতে হইবে;
- (গ) সাধারণত যে মুদ্রায় পণ্যসামগ্রীর বাজার মূলা উদ্ধৃত করা হয়, দর দাখিল এবং মূল্যপরিশোধের জন্য সেই এককমুদ্রা ব্যবহার করা যাইতে পারে, তবে উহা কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জাপন দলিলে উল্লেখ করিতে হইবে;
- (ঘ) এই বিধির অধীন ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক ক্রয়ে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জাপন পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে ক্রয় প্রক্রিয়া নিষ্পত্তিতে, তালিকাভুক্ত সকল সম্ভাব্য সরবরাহকারীর কাছে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জাপন করিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে বিধি ৯২(৬) অনুযায়ী সর্বনিম্নসংখ্যক গ্রহণযোগ্য কোটেশন প্রাপ্তির শর্ত প্রযোজ্য হইবে না;
- (ঙ) এই বিধির অধীন বিভাজ্য পণ্য ক্রয়ে আন্তর্জাতিক ক্রয়ে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জাপন পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্পট বাজার হইতে আর্থিক সুবিধা পাইবার লক্ষ্যে সর্বনিম্ন গ্রহণযোগ্য দরদাতার সহিত, আদর্শ দলিলে নির্দেশিত পন্থায়, নেগোসিয়েশনের সুযোগ রাখা যাইবে; এবং
- (চ) বাজারে প্রচলিত ব্যবস্থার সহিত সংগতিপূর্ণ ফর্ম এবং আদর্শ শর্তাবলিসংবলিত চুক্তিপত্র ব্যবহৃত হইবে।

(৪) কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জাপনের পদ্ধতির অধীন আন্তর্জাতিক ক্রয়ের ক্ষেত্রে তফসিল-১৪-এ প্রদত্ত ক্লো চাটে বর্ণিত প্রক্রিয়া এবং কার্যক্রম অনুসৃত হইবে।

১০৬। আন্তর্জাতিক ক্রয়ে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের শর্তাবলি ও প্রক্রিয়া।—(১) কার্যকর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলে ক্রয়কারী আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আওতায় পণ্য বা কার্য বা ভৌতসেবা এই বিধিতে বর্ণিত শর্ত ও প্রক্রিয়া অনুসরণে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া ক্রয় করিতে পারিবে।

(২) বিধি ৮১-তে বর্ণিত বিধান অনুসারে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি-বিধান আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সীমিত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(৩) বিধি ৬০ অনুসারে এই পদ্ধতি প্রয়োগের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৪) সীমিত দরপত্র পদ্ধতির অধীন আন্তর্জাতিক ক্রয়ের ক্ষেত্রে তফসিল ১৪-এ প্রদত্ত ক্লো চাটে উল্লিখিত প্রক্রিয়া এবং কার্যক্রম অনুসৃত হইবে।

১০৭। আন্তর্জাতিক ক্রয় সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগের শর্তাবলি ও প্রক্রিয়া।—(১) আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার প্রয়োজনে কোনো ক্রয়কারী এই অধ্যায়ের অংশ-৭ অনুসরণক্রমে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ করিবে।

(২) এই বিধির অধীন অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটির সুপারিশক্রমে কোনো রাষ্ট্রীয় সরকার বা সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সরকার মনোনীত প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পাদিত সমরোতার (জি-টু-জি প্রক্রিয়ায়) আলোকে সরাসরি চুক্তির (Direct contracting) মাধ্যমে পণ্য বা কার্যক্রয় করা যাইবে।

(৩) বিধি ৬০ অনুসারে এই পদ্ধতি প্রয়োগের কারণ নথিতে লিপিবদ্ধক্রমে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৪) সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো ক্রয়ের ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের অংশ-৭-এ বর্ণিত অভ্যন্তরীণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি-বিধান আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সরাসরি ক্রয়পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(৫) সরাসরি ক্রয়পদ্ধতির অধীন আন্তর্জাতিক ক্রয়ের ক্ষেত্রে তফসিল ১৪-তে প্রদত্ত ফ্লো চাটে বর্ণিত প্রক্রিয়া এবং কার্যক্রম অনুসরণীয় হইবে।

১০৮। দৃতাবাস ও বিশেষ ক্ষেত্রে জাতীয় প্রতাকাবাহী বাহনের জন্য ক্রয়।—(১) বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার বা মিশনসমূহের প্রধানগণ তফসিল-২-এ উল্লিখিত মূল্যসীমাভুক্ত প্রমিতমানের স্বল্পমূল্যের সহজলভ্য পণ্য ও অপ্রত্যাশিত ভৌতসেবা বিধি ৯০ অনুসারে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া ক্রয় করিতে পারিবে।

(২) এই বিধিমালার অধীনে বিদেশে অবস্থিত দৃতাবাস, মিশন বা অনুরূপ দপ্তরসমূহে ক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি দরদাতাগণের প্রত্যাশিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার সুফল না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে আইনের ধারা ৩(৩) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত বিধি-বিধান বা আন্তর্জাতিকভাবে সুবিদিত কোনো সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত ক্রয়সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) জাতীয় প্রতাকাবাহী বাহনের জন্য আইনের ধারা ৩৫(২)-এর বিধান অনুসারে তফসিল-২-এ বর্ণিত মূল্যসীমার মধ্যে বাংলাদেশের বাহিরে জালানি তেল, যন্ত্রাংশ ক্রয় বা জরুরি ধরনের মেরামত কার্যসম্পাদন করা যাইবে।

অংশ-১

ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট

১০৯। **ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট সম্পাদনের মাধ্যমে ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী।**—(১) দরপত্র আহ্বানের পুনরাবৃত্তি পরিহারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে অপেক্ষাকৃত ভালো মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে সচরাচর ব্যবহার্য একই ধরনের পণ্য, সাধারণ কার্য বা আবর্তক কোনো সেবাক্রয়ের প্রয়োজনে আইনের ধারা ৩৬ এর অধীন ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট সম্পাদন করা যাইবে এবং পরবর্তীকালে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অথবা ক্রয়কারীর প্রয়োজন অনুযায়ী কল অফ (Call-off) নোটিশ জারিপূর্বক চুক্তিসম্পাদনের মাধ্যমে ক্রয়কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) তিনি বৎসরের অনধিক নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী সচরাচর ব্যবহার্য পণ্য, সাধারণ কার্য, সেবাক্রয়ের লক্ষ্যে উন্মুক্ত বা সীমিত দরপত্র পক্ষতি অনুসরণক্রমে অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে বিধি ৯৮(১) অনুযায়ী সরাসরি চুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এক বা একাধিক সরবরাহকারীর সহিত ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট সম্পাদন করা যাইবে।

(৩) ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে, যথা—

(ক) একক ইকনোমিক অপারেটরের নিকট হইতে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে, কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যের পৌনঃপুনিক সরবরাহ প্রাপ্তি অথবা সাধারণ কার্য বা ভৌতসেবার বারংবার সম্পাদনের লক্ষ্যে এবং প্রয়োজনমতে অতিরিক্ত পরিমাণ ক্রয়ের অধিকার সংবলিত এগ্রিমেন্ট;

উদাহরণ।—কোনো ক্রয়কারী কর্তৃক ১২ (বারো) মাসের প্রাক্কলিত চাহিদার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফটোকপি করিবার কাগজ ও স্টেশনারি সামগ্রী ক্রয়।

(খ) পূর্ব নির্ধারিত মেয়াদে, মেয়াদ বৃদ্ধির সংস্থানসহ বা ব্যতিরেকে, কোনো একক ইকনোমিক অপারেটরের নিকট হইতে পৌনঃপুনিক সরবরাহ প্রাপ্তি বা সম্পাদনের লক্ষ্যে অনুমানিক (Approximate) পরিমাণ পণ্য, কার্য বা সেবাক্রয়;

উদাহরণ।—একাধিক সরকারি সংস্থা ১২ (বার) মাসব্যাপী অনিদিষ্ট পরিমাণ অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে একটি গুপ্ত গঠন করিয়া একটি সংস্থাকে প্রধান সংস্থা (Lead agency) হিসাবে ক্রয়ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারে এবং উক্ত গুপ্ত অন্তর্ভুক্ত সকল সংস্থাকে একটি ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির আওতায় সরাসরি ক্রয়দেশ প্রদানের অধিকার প্রদান করিতে পারে।

(গ) একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে, মেয়াদ বৃদ্ধির সংস্থানসহ বা ব্যতিরেকে আইটেম-বাই-আইটেম ভিত্তিতে অনুমিত পরিমাণ পণ্য একাধিক সরবরাহকারীর নিকট হইতে, পৌনঃপুনিক সরবরাহের মাধ্যমে ক্রয়;

(ঘ) একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে, মেয়াদ বৃদ্ধির সংস্থানসহ বা ব্যতিরেকে, অনুমিত পরিমাণ পণ্য বা কার্য বা ভৌতসেবা ক্রয়ের নিমিত্ত একাধিক সরবরাহকারীর নিকট হইতে কল অফ পর্যায়ে দর প্রস্তাব মূল্যায়নপূর্বক সীমিত পরিসরে প্রতিযোগিতার (Mini Competition) মাধ্যমে সরবরাহ প্রাপ্তি বা কার্যসম্পাদন বা সেবাসম্পাদনের লক্ষ্যে এগ্রিমেন্ট সম্পাদন;

- (৬) ক্রয়কারী একটি সংক্ষিপ্ত মেয়াদে, মেয়াদ বৃদ্ধির সংস্থান ব্যতিরেকে, এক বা একাধিক আইটেম-সংবলিত অনুমিত পরিমাণ পণ্য বা সাধারণ কার্য বা ভৌতসেবা একক বা কতিপয় সরবরাহকারীর নিকট হইতে পৌনঃপুনিক সরবরাহ বা সম্পাদনের মাধ্যমে ক্রয় করিতে পারিবে;
- (৭) অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য আইটেমভিত্তিক বা লটভিত্তিক দর প্রদানের জন্য ঠিকাদারগণকে আহান জানানোর মাধ্যমে পরিবহণ সেবাক্রয়ের জন্য ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট সম্পাদন করা যাইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে—
- (অ) পরিবহণ পথের সুনির্দিষ্ট বুটসমূহ কোনো স্থান, অঞ্চল বা জেলা ভিত্তিতে উল্লেখপূর্বক আইটেমসমূহ নিরূপণ করিতে হইবে এবং প্রতি আইটেমের এককমূল্য ‘প্রতি মেট্রিক টন’ বা ‘প্রতি মেট্রিক টন প্রতি কিলোমিটার’ হিসাবে নির্ধারণ করা যাইতে পারে;
 - (আ) পরিবহণ পথের দূরত প্রেরণকেন্দ্র ও প্রাপক কেন্দ্রের প্রকৃত দূরতের ভিত্তিতে অথবা সুনির্দিষ্ট পরিবহণ পথের ভিত্তিতে হইবে;
 - (ই) একটি লটে জেলা ভিত্তিতে (অর্থাৎ উৎস হইতে স্থানীয় গুদাম) একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আইটেম অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে;
 - (ঈ) সরবরাহ বা পরিবহণ তফসিলে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ ও উহা পরিবহণের মুখ্য সময়ের (peak period) উল্লেখ থাকিতে হইবে;
 - (উ) ক্রয়কারী দরপত্রদাতাগণের যোগ্যতার নির্ণয়কে, ডরা মৌসুমে এবং পরিবহণ সংক্রান্ত সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, আবশ্যিক ন্যূনতম ট্রাকের সংখ্যা এবং পরিবহণ সামর্থ্য অন্তর্ভুক্ত করিবে;
 - (ঊ) বৃহৎ আইটেমসমূহ পরিবহণে প্রতিযোগিতা উৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে, ঠিকাদারদের গুপ্ত, সাময়িক যৌথ উদ্যোগ বা অল্লসংখ্যক ঠিকাদার বা ট্রাক মালিকদের সময়ে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে দরপত্র দাখিলে উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে;
 - (ঋ) দরপত্রদাতাগণকে তাহাদের কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব আলাদা দুইটি খামে দাখিল করিবার জন্য আহান করা যাইবে;
 - (ঌ) দাখিলকৃত দরপত্রে পণ্য কীভাবে পরিবহণ করা হইবে তাহা কারিগরি প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করাসহ সেবাসম্পাদনের বিস্তারিত বিবরণ থাকিতে হইবে এবং গুপ্ত বা সাময়িক যৌথ উদ্যোগ বা সমবায়ভিত্তিক দরপত্রের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঠিকাদারদের মধ্যে দূরত বণ্টনের বিষয় উল্লেখ করিতে হইবে;

- (ঞ) দরপত্রদাতাগণের কেবল কারিগরি প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন করা হইবে এবং গ্রহণযোগ্য কারিগরি প্রস্তাবসমূহের আর্থিক প্রস্তাবসমূহ উন্মুক্ত করা হইবে এবং বিবেচনাযোগ্য হইবে;
- (গ) ক্ষেত্রমতো, আইটেম বা লটপ্রতি সর্বনিম্ন দরদাতাদের সহিত চুক্তিসম্পাদন করা যাইবে;
- (ঈ) প্রয়োজনে বা কোনো ঠিকাদার যদি একটি আইটেমের পূর্ণ পরিমাণ পরিবহণে সক্ষম না হয় বা অতিজরুরি সরবরাহ নিশ্চিতকরণে কোনো প্রতিবন্ধকতা এড়াইবার লক্ষ্যে, ক্রয়কারী, দরপত্র দলিলে উল্লেখ থাকা সাপেক্ষে, বিধি ১২০(১) (৬)(ই)-এর বিধান অনুসরণক্রমে, দরপত্রদাতাগণের পর্যায়ক্রম (Ranking) অনুযায়ী সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরে পণ্য পরিবহণে সম্মত একাধিক দরপত্রদাতার সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করিতে পারিবে;
- (১) গুপের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী কর্তৃক আইনগতভাবে গঠিত গুপের সহিত বা কারিগরি প্রস্তাবে উল্লিখিত দূরত্ব বটন অনুসারে গুপের প্রত্যেক সদস্যদের সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করা যাইতে পারে;
- (২) এই ধরনের সেবাক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী ভৌতসেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আদর্শ দরপত্র দলিল ব্যবহার করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ

অংশ-১

বিজ্ঞাপন

১১০। বিজ্ঞাপন প্রকাশ।—(১) পণ্য, কার্য, ভৌতসেবা, এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগতসেবা ক্রয়ের জন্য ক্রয়কারী, আইনের ধারা ৪০ অনুসারে, ক্ষেত্রমতো, প্রাকযোগ্যতা বা তালিকাভুক্তির আবেদন বা দরপত্র আহ্বান এবং আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ-সংবলিত বিজ্ঞাপন সরাসরি প্রকাশ করিবে।

(২) ক্রয়কারী উহার বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অষ্টর্ভুক্ত আবশ্যকীয় ক্রয়কার্য সম্পাদনের জন্য বিজ্ঞাপন প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে:

- (ক) প্রাকযোগ্যতা, তালিকাভুক্তিকরণ, দরপত্র বা আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ-সংবলিত বিজ্ঞাপন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বহল প্রচারিত কমপক্ষে একটি বাংলা এবং একটি ইংরেজি সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে হইবে;

- (খ) ক্রয়কারী বিজ্ঞাপন প্রদানের জন্য সুবিধিত এবং সর্বজনগ্রাহ্য বহল প্রচারিত জাতীয় সংবাদপত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্কতার সহিত বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ করিবে;
- (গ) জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞাপন প্রদানের অতিরিক্ত হিসাবে তফসিল-২-এ বর্ণিত মূল্যসীমার অভ্যন্তরীণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঢাকার বাহিরে কার্যরত ক্রয়কারী, সরকারি মিডিয়া তালিকাভুক্ত বহল প্রচারিত ১ (এক) টি আঞ্চলিক বা স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রে ১ (এক) দিনের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিবে;
- (ঘ) বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইলে, ক্রয়কারী উক্ত সংস্করণের প্রতিটি কপিতে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন প্রচারের নিশ্চয়তা বিধান করিবে;
- (ঙ) যদি বিজ্ঞাপনের ব্যয় বহল প্রচারের ক্ষেত্রে বৌধাস্বরূপ হয়, তাহা হইলে ক্রয়কারী বিজ্ঞাপনের আকার হাস করিবার বিষয়টি বিবেচনা করিতে পারিবে এবং বহলপ্রচার ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করিবার জন্য অধিক সংখ্যক সংবাদপত্রে উহা প্রচারের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;
- (চ) বিজ্ঞাপন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকযোগ্যতা দরপত্র বা প্রস্তাব দলিল আগ্রহী আবেদনকারী বা দরপত্রাতাগণের নিকট বিতরণের জন্য প্রস্তুত রাখিতে হইবে;
- (ছ) বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর যদি পরবর্তীকালে উক্ত বিজ্ঞাপনের পরিবর্তন বা সংশোধন করা হয়, তাহা হইলে পূর্ববর্তী বিজ্ঞাপন যে যে সংবাদপত্রে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হইয়াছিল উক্ত পরিবর্তন বা সংশোধন সেই একই সংবাদপত্রে ও ওয়েবসাইটে পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা শ্রেয় হইবে;
- (জ) আহানসংবলিত সকল বিজ্ঞাপন ক্রয়কারীর ওয়েবসাইটেও, যদি থাকে, প্রকাশ করিতে হইবে; এবং
- (ঝ) ক্রয়কারী, তফসিল-২-এ উল্লিখিত বা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত মূল্যসীমার উর্ধ্বের ক্রয়ের জন্য দরপত্র বা প্রস্তাব আহানসংবলিত বিজ্ঞাপন বিপিপিএ-এর ওয়েবসাইটে বা ইজিপি পোর্টালে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) কোনো ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ আন্তর্জাতিক আবেদনকারী, দরদাতা ও পরামর্শকদের জন্য অবারিত করা হইলে, সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন, উপবিধি (২)-এর আলোকে গৃহীত ব্যবস্থার পাশাপাশি, আন্তর্জাতিকভাবে বহল প্রচারিত কোনো ইংরেজি সংবাদপত্র বা প্রকাশনায় বা ওয়েবসাইটে বা জাতিসংঘের ডেভলপমেন্ট গেটওয়ে বা আন্তর্জাতিক দরপত্র বা বাণিজ্যিক পোর্টাল (যেমন: dgMarket, ইত্যাদি) এবং প্রয়োজনবোধে, বাংলাদেশে অবস্থিত বৈদেশিক বাণিজ্যিক মিশনসমূহে বা বিদেশে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক মিশনসমূহে প্রচার করিতে হইবে।

(৪) তালিকাভুক্তি, প্রাকযোগ্যতা, বা দরপত্র আহানপত্র এবং আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ-সংবলিত বিজ্ঞাপন প্রকাশের ক্ষেত্রে তফসিল-১৫ এবং তফসিল-১৬-এ প্রদত্ত ছক অনুসরণ করিতে হইবে।

অংশ-২

প্রাকযোগ্যতা

১১১। পণ্য, কার্য, ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণ।—(১) ক্রয়কারী, তফসিল-২-এ বর্ণিত মূল্যসীমাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত বৃহৎ ও জটিল ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণ করিতে পারিবে, যথা

- (ক) নির্মাণ কার্য;
- (খ) রক্ষণাবেক্ষণ কার্য;
- (গ) প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও স্থাপন;
- (ঘ) কোনো স্থাপনার নকশা তৈরি ও অবকাঠামো নির্মাণ কার্য;
- (ঙ) নির্দিষ্ট নকশা ও মাপে যন্ত্রপাতি তৈরি (Custom designed equipment);
- (চ) ব্যবস্থাপনা চুক্তি; এবং
- (ছ) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (Operation and maintenance) চুক্তি।

(২) পণ্য বা কার্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রাকযোগ্যতার প্রক্রিয়া শুরু করিবার পূর্বে ক্রয়কারী উহার সুবিধা-অসুবিধার বিষয়টি সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিবে এবং ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিবে।

(৩) প্রাকযোগ্যতার দলিলে বিধি ৭০-এর অধীন যৌথ উদ্যোগে অংশগ্রহণ করা যাইবে মর্মে শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

(৪) আগ্রহী আবেদনকারীকে প্রাকযোগ্যতার আবেদনপত্র প্রস্তুত করিবার জন্য তফসিল-২-এ বর্ণিত সময় দিতে হইবে, তবে বিজ্ঞাপন জারির তারিখে প্রাকযোগ্যতার দলিল প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

(৫) জটিল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী, ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পূর্বানুমোদনক্রমে, আবেদনকারীগণের অনুরোধ যথাযথ বলিয়া বিবেচিত হইলে, প্রাকযোগ্যতার আবেদনপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা বৃক্ষি করিতে পারিবে।

(৬) প্রাকযোগ্যতার আবেদনপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত সর্বশেষ সময়সীমা উভীরের পূর্ব কার্যদিবস পর্যন্ত প্রাকযোগ্যতার দলিল বিক্রয় করা যাইবে।

(৭) কোনো আবেদনকারী ক্রয়কারীর নিকট প্রাকযোগ্যতার দলিলে যে-কোনো বিষয়ে স্পষ্টীকরণের জন্য তফসিল-২-এ বর্ণিত যুক্তিসংগত সময়ের জন্য অনুরোধ করিলে, ক্রয়কারী উহার জবাব প্রদান করিবে।

(৮) ক্রয়কারী কোনো অনুরোধ প্রাপ্তির পর তফসিল-২-এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে যাচিত স্পষ্টীকরণের বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করিবে, যাহাতে উক্ত আবেদনকারী উক্ত ব্যাখ্যার ডিস্টিনেশনে আবেদনপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তাহার আবেদনপত্র দাখিল করিতে সমর্থ হয়:

তবে শর্ত থাকে যে—

- (ক) যাচিত স্পষ্টীকরণের প্রকৃতি ও ব্যাপ্তির প্রেক্ষাপটে ক্রয়কারী প্রাকযোগ্যতার আবেদন দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা যুক্তিসংগত সময়ের জন্য বৃক্ষি করিতে পারিবে;
- এবং

(খ) স্পষ্টাকরণের জন্য অনুরোধের উৎস উল্লেখ না করিয়া ক্রয়কারী কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যার কপি যাহারা প্রাকযোগ্যতার দলিল ক্রয় করিয়াছে, তাহাদের সকলকে প্রদান করিতে হইবে।

(৭) প্রাকযোগ্যতার দলিলে বর্ণিত বিষয়াদি হইতে উদ্বৃত কোনো প্রশ্নের উত্তর বা ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়োজনে ক্রয়কারী সম্ভাব্য সকল আবেদনকারীকে প্রাকযোগ্যতার দলিলে বর্ণিত স্থান, তারিখ ও সময়ে প্রাকযোগ্যতা সভায় যোগদানের আহ্বান জানাইতে পারিবে।

(৮) প্রাকযোগ্যতার আবেদনপত্রসমূহ ক্রয়কারী কর্তৃক গৃহীত হইবে এবং দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি কর্তৃক উহা উন্মুক্ত না করা পর্যন্ত উহা ক্রয়কারীর নিরাপত্তা হেফাজতে রাখিতে হইবে।

(৯) প্রাকযোগ্যতার আবেদনপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা উত্তীর্ণের পর প্রাপ্ত সকল আবেদনপত্র উন্মুক্ত না করিয়া ক্রয়কারী উহা সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে ফেরত প্রদান করিবে।

(১০) ক্রয়কারী তফসিল-১৫-এ বর্ণিত ফর্ম ও বিবরণ অনুসরণক্রমে প্রাকযোগ্যতার জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করিবে।

(১১) প্রাকযোগ্যতার প্রক্রিয়া অনুসরণক্রমে কোনো ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী বিপিপিএ কর্তৃক জারীকৃত প্রাকযোগ্যতার আদর্শ দলিল ব্যবহার করিবে।

(১২) ক্রয়কারী প্রাকযোগ্যতার আবেদনপত্র দাখিলের জন্য উহার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রাকযোগ্যতা দলিল ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

১১২। প্রাকযোগ্যতার আবেদনপত্র উন্মুক্তকরণ।—(১) বিধি ১০ অনুসারে গঠিত দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি প্রাকযোগ্যতার আবেদনপত্র দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমা উত্তীর্ণের পর প্রাকযোগ্যতার দলিলে বর্ণিত স্থান, তারিখ ও সময়ে উক্ত আবেদনপত্রসমূহ প্রকাশ্যে উন্মুক্ত করিবে।

(২) দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি প্রাকযোগ্যতার আবেদনপত্র উন্মুক্তকরণের কাজ শেষ করিবার পর আবেদনকারীগণের নাম, ঠিকানা ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্য লিপিবদ্ধ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর লিখিত অনুরোধে উক্ত কমিটি কর্তৃক লিপিবদ্ধ তথ্যের অনুলিপি তাহাকে প্রদান করিবে।

(৩) দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি প্রাকযোগ্যতার আবেদনপত্র ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র ক্রয়কারীর নিকট দাখিল করিবে এবং ক্রয়কারী বিধি ৪৩ অনুসারে উহা নিরাপদ হেফাজতে রাখিবে ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

১১৩। প্রাকযোগ্যতার আবেদনপত্র মূল্যায়ন।—(১) মূল্যায়ন কমিটি প্রাকযোগ্যতার দলিলে বর্ণিত প্রয়োজন, শর্ত ও নির্ণয়কসমূহের আলোকে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ মূল্যায়ন করিবে।

(২) ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিকে সহায়তা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞ সমষ্টিয়ে একটি কারিগরি সাব-কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৩) কৃতকার্য বা অকৃতকার্যতার ডিভিতে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ মূল্যায়ন করিবে।

(৪) প্রাকযোগ্য আবেদনকারীগণের সংখ্যার ক্ষেত্রে কোনো উর্ধ্বসীমা থাকিবে না এবং যে সকল আবেদনকারী যোগ্যতার শর্ত পূরণ করিয়াছেন তাহাদের সকলকেই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(৫) চুক্তির অধীন কার্যসম্পাদন করিবার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর সামর্থ্য মূলত স্ফুর্খ হইবে না মর্মে অনুমিত হইলে মূল্যায়ন কমিটি প্রাকযোগ্যতার নির্ণয়কসমূহের সাধারণ বিচ্যুতি বিবেচনা করিতে পারিবে।

(৬) আবেদনপত্রে উল্লিখিত সহষিকাদারের যোগ্যতা আবেদনকারীর যোগ্যতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যাইবে, তবে উহা কেবল সহষিকাদারের নির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য হইবে।

(৭) কোনো আবেদনকারীর প্রাকযোগ্যতার নির্ধারণের ক্ষেত্রে সহষিকাদারদের সাধারণ অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সামর্থ্য আবেদনকারীর অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সামর্থ্যের সহিত যোগ করা যাইবে না।

(৮) আবেদনপত্র পরীক্ষা ও মূল্যায়নের প্রয়োজনে মূল্যায়ন কমিটি কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য কোনো আবেদনকারীকে অনুরোধ জানাইতে পারিবে।

(৯) প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি তফসিল-২-এ বর্ণিত ন্যূনতম সংখ্যার কম হয়, তাহা হইলে কোনো আবেদনকারী কতিপয় কম গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি (Minor deficiencies) ব্যতীত উল্লেখযোগ্যভাবে যোগ্যতার নির্ণয়কসমূহ পূরণ করিয়া থাকিলে তাহাকে শর্তসাপেক্ষে প্রাকযোগ্য হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে:

তবে শর্ত থাকে যে, শর্তসাপেক্ষে প্রাকযোগ্য আবেদনকারীগণ কর্তৃক দরপত্র দাখিল করিবার পূর্বে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক চিহ্নিত উক্ত কম গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটিসমূহ সংশোধন করিতে হইবে।

(১০) বহসংখ্যক চুক্তির ক্ষেত্রে, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি প্রত্যেক আবেদনকারীকে প্রাকযোগ্যতা দলিলে বর্ণিত এই ধরনের চুক্তিসমূহের ক্ষেত্রে আবশ্যিকীয় শর্তসমূহ যথাযথভাবে পূরণসাপেক্ষে এই ধরনের সর্বোচ্চসংখ্যক চুক্তির জন্য প্রাকযোগ্য হিসাবে নির্বাচন করিবে।

(১১) যদি ন্যূনতমসংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন আবেদনকারী পাওয়া না যায়, তাহা হইলে ক্রয়কারী প্রাকযোগ্যতার দলিল পুনরীক্ষণপূর্বক উহাতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের অনুমোদনক্রমে বিধি ১১০ অনুসারে পুনঃবিজ্ঞাপন জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(১২) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি মূল্যায়ন প্রাকযোগ্যতার মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে এবং কোন কোন আবেদনকারীকে প্রাকযোগ্য হিসাবে নির্বাচন করা যাইতে পারে উহা উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখপূর্বক সরাসরি ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের নিকট দাখিল করিবে।

(১৩) ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান উপবিধি (১২)-এর অধীন দাখিলকৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিবেচনাক্রমে প্রাকযোগ্যতার আবেদনপত্র গ্রহণ করা, অথবা যদি প্রতীয়মান হয় যে, মূল্যায়নের কোন কোন বিষয় প্রাকযোগ্যতার দলিলের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে, তাহা হইলে উক্ত ত্রুটিসমূহ সংশোধন করিবার জন্য উহা পুনর্মূল্যায়নের জন্য উক্ত কমিটিকে অনুরোধ করিতে পারিবে।

(১৪) ক্রয়কারী, মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের পর প্রাকযোগ্য আবেদনকারীগণের তালিকা প্রকাশ করিবে এবং প্রাকযোগ্য হওয়া বা না হইবার বিষয়ে সকল আবেদনকারীকে অবহিত করিবে।

(১৫) প্রাকযোগ্য আবেদনকারীরাই কেবল পরবর্তীকালে ক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করিবার যোগ্য হইবে।